মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

নভেম্বর ২০২৪
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩১
রবি'উস সানি-জুমাদাল উলা ১৪৪৬

বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ০২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ দ্রব্যমূল্যের লাগাম টানা জরুরি ॥ ৩

দারসুল কুরআন

উম্মাহর হিদায়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)এর প্রবল আগ্রহ
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫

দারসুল হাদীস

ভালো কাজ সম্পাদন ও মন্দ কাজ বর্জন : মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক ॥ ১২

চিন্তাধারা

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি ॥ ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী ॥ ২১
যাকাত ম্যানেজমেন্ট এবং এর বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই
প্রফেসর ড. এবিএম মাহ্‌বুবুল ইসলাম ॥ ২৫
আল্লাহর পথে সম্পদ দান
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন ॥ ৩৫
স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৪৯

আন্তর্জাতিক

ইসরাইলের আগ্রাসন এখন লেবাননে
মীযানুল করীম ॥ ৫৫

প্রশ্নোত্তর ॥ ৬০

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম বা জামানত পাঠাতে হয়।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশের নাম	সাধারণ	রেজিঃ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মনি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা)-এর নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পেমেন্ট করুন -০১৭৩২৯৫৩৬৭০
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

দ্রব্যমূল্যের লাগাম টানা জরুরি

দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। দ্রব্যমূল্য এখন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে এ শ্রেণীর মানুষের জীবন যাপন অতিশয় কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বিগত স্বৈরশাসনামলে সর্বত্র লুটপাটের মহোৎসব চলেছে। সে ঘরানার অসাধু ব্যবসায়ীরাও উক্ত মহা উৎসবে যোগ দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে ইচ্ছামত তাদের পকেট কেটেই চলছে। সিন্ডিকেট করে নানা অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বহুগুণে বাড়িয়ে জনগণের ভোগান্তি চরমে উঠিয়েছে। সরকার এটি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, ছাত্র জনতার বিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারের পতন হলেও প্রায় সব সেক্টরে তাদের প্রেতাত্মারা এখনো জেঁকে বসে রয়েছে এবং বিশ্লেষকদের মতে তারাই ষড়যন্ত্র করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এখনো তাদেরই আধিপত্য বিরাজ করছে। বিশেষ করে সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রীর সৃষ্ট সিন্ডিকেট এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে। এটিকে ভেঙ্গে ফেলতে না পারলে বাজার পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার আশা করা যায় না। এজন্য সরকারকে এ সিন্ডিকেট ভাঙ্গার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে নতুনভাবে বিকল্প সিন্ডিকেটও যেন তৈরি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

> দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তা অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যাবে। ইসলামে মজুদদারির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মজুদদারি করে সে অপরাধী।”

সিন্ডিকেট ছাড়াও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরো অনেক কারণ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে- ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা করার মানসিকতা, চাঁদাবাজি, কৃষকের কাছ থেকে অনেকগুলো মধ্যস্বত্বভোগীর হাত বদল হয়ে ভোক্তাদের নিকট আসার ফলে প্রত্যেক মধ্যস্বত্বভোগীর মুনাফাখুরীর কারণে মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া, দুর্বল বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা, ভোক্তাদের সংযমের অভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার এবং ক্রেতা সাধারণকে এ সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, তা অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যাবে। ইসলামে মজুদদারির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মজুদদারি করে সে অপরাধী।" সুতরাং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মজুদদারি করে যারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে আইন তৈরি করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মধ্যস্বত্বভোগী দালালরা ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এসে নানান কৌশলে মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। এজন্য ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালিকে নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের দালাল চক্রকে উচ্ছেদ করতে হবে।

এর আরেকটি ধরন হল একশ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী বাজারে অবস্থান করে। কৃষকরা বাজারে তাদের পণ্য নিয়ে আসলে সবগুলো কিনে নিয়ে দাম বাড়িয়ে বিক্রি করে। ইসলাম এটিকেও নিষিদ্ধ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "বাজারে বা শহরে উপস্থিত কেউ যেন গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে না দেয়।" অর্থাৎ গ্রামীণ কৃষকের বাজারে নিয়ে আসা পণ্য তার নিকট থেকে দাম নির্ধারণ করে নিয়ে অধিক মূল্যে যেন বিক্রি না করে। তাছাড়া পণ্য বাজারে আনার পথে এগিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে তা ক্রয় করে অধিক মূল্যে বিক্রি করতেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। সুতরাং বাজার থেকে এ ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী দালাল চক্রকে উচ্ছেদ করতে হবে। তাছাড়া ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রতিদিন একটি স্বার্থান্বেষী মহল নির্দিষ্ট অংকের চাঁদা নিয়ে থাকে, যেটি মূল্য বৃদ্ধির একটি কারণ। সরকারকে এ সকল বিষয়ে নজর দিতে হবে।

এতদ্ব্যতীত বিকল্প সৎ ব্যবসায়ী তৈরি করা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের নিকট থেকে পণ্য কিনে নিয়ে অথবা আমদানি করে বাজারে সরবরাহ করা, পরিবহনের জ্বালানির মূল্য হ্রাস করা, পরিবহনের ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা এবং রাস্তায় পরিবহনের চাঁদাবাজি রোধ করা প্রভৃতি ব্যবস্থা নিতে হবে। অধিকন্তু ভোক্তাদেরকেও সংযমী হতে হবে। যে সকল পণ্যের দাম ব্যবসায়ীরা বিনা কারণে বাড়িয়ে দেবে, সেগুলো কম ব্যবহার করা অথবা সাময়িকভাবে ব্যবহার বন্ধ রাখা। যেমন আলু, পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য জীবন ধারণের জন্য অতি আবশ্যক নয়, সেগুলোর দাম বৃদ্ধি পেলে ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া অথবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা।

বিশেষ বিশেষ পণ্য যেগুলোর দাম ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করে, ক্রেতা সাধারণ যদি সিন্ডিকেট করে সে সকল পণ্য একযোগে সাময়িকভাবে ক্রয় বন্ধ করে দেন, তাহলে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের নাকে লাগাম লাগানো সম্ভব। সুতরাং ক্রেতা সাধারণকেও এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। ■

উম্মাহর হিদায়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)এর প্রবল আগ্রহ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

{مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا}

অনুবাদঃ

‘এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে। তারা এ বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে আপনি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন’, [আল-কাহ্‌ফ- ১৮: ৫- ৬]।

নামকরণঃ

সূরাটির ৯ নং আয়াতে ‘আল-কাহ্‌ফ’ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে; {أَصْحَابَ الْكَهْفِ} অর্থাৎ ‘গুহার অধিবাসীরা’। এটাকেই নাম হিসেবে নেয়া হয়েছে; যেহেতু এতে গুহাবাসীদের আলোচনা স্থান পেয়েছে, আল-কাহ্‌ফ অর্থ পর্বতের গুহা।

নাযিল হওয়ার সময়ঃ

সর্বসম্মতিক্রমে এ সূরাটি মাক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সূরাগুলোর একটি, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/১৭১, তাফসীরুল কুরতুবী ১০/৩৪৬।

সূরাটির বৈশিষ্ট্যঃ

আল বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক লোক সূরা আল কাহ্‌ফ পড়ছিল তার ঘরে একটি বাহন ছিল। বাহনটি বারবার পালাচ্ছিল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে, মেঘের মত কিছু যেন তাকে ঢেকে আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, হে অমুক! তুমি পাঠ কর। এ টাতো কেবল ‘সাকীনাহ’ বা প্রশান্তি, যা আল কুরআন পাঠের সময় নাযিল হয়, [সাহীহুল বুখারী ৪/২০১, নং ৩৬১৪, সাহীহ মুসলিম ১/৫৪৭, নং ৭৯৫]। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্‌ফের শেষ দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে মুক্ত থাকবে’,

[সাহীহ মুসলিম ১/৫৫৫, নং ৮০৯]। অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আল কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে', [সুনান আবি দাউদ ৪/১১৭, নং ৪৩২৩, মুসনাদ আহমাদ ৩৬/৪৩, নং ২১৭১২]। আরেকটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি জুমু'আবারে সূরা আল কাহ্ফ পড়বে পরবর্তী জুমু'আহ পর্যন্ত সে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে', [আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ২/৩৯৯, নং ৩৩৯২, আল-হাকিম সাহীহ বলেছেন, সুনানুদ্ দারিমী ৪/২১৪৩, নং ৩৪৫০ কিছু ব্যতিক্রম বর্ণনাসহ]।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাফসীরঃ

কাফির ও আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীগণ দীনকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যেসব উদ্ভট ও কল্পিত কথা বলে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এসব কথা খুবই মারাত্মক ও সাংঘাতিক! তারা নিছক মিথ্যার মাধ্যমেই আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করছে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا 'এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে'। অর্থাৎ তাদের উক্তিটি হচ্ছে যে, অমুক আল্লাহর পুত্র অথবা অমুককে আল্লাহ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন', এগুলো তারা এ জন্যে বলছে না যে, তাদের আল্লাহর পুত্র হবার বা আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবার ব্যাপারে তারা কিছু জানে। বরং নিছক নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ির কারণে তারা একটি মনগড়া মত দিয়েছে এবং এভাবে তারা যে কত মারাত্মক গোমরাহীর কথা বলছে এবং বিশ্ব জাহানের মালিক ও রব আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। এভাবে তারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হচ্ছে তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও ভ্রষ্ট করছে, [ফাতহুল কাদীর ৩/৩২০, কুরআনুল কারী বাংলা অনুবাদ২/১৫৩৮]। তারা যে আল্লাহর নামে এমন মিথ্যা রটনা করে তা অন্যান্য আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا}

'তোমাদের রব কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে কি ফিরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক', [বানূ ইসরাঈল- ১৭: ৪০]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ}

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর

প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র মহান!', [আল-মু'মিনূন- ২৩: ৯১]।

এর পরে মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا 'তারা এ বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত তাদের পেছনে ঘুরে আপনি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন'। অন্য আরেকটি আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ বলেন,

{لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}

'তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে আপনি হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বেন', [আশ্-শু'আরা- ২৬: ৩]। এ সব আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতে কাফির-মুশরিকদের অনীহা দেখে তার মানষিক অবস্থার যে কি পরিমাণ টানাপোড়ন চলছিল তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি উম্মাতের হিদায়াতের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি, চরম ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। আর তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবার ও তাতে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সে কথাটি একটি হাদীসে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতঙ্গরা পুড়ে মরার জন্য তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। সে এদেরকে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পতঙ্গরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলবতী করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছো', [সাহীহুল বুখারী ৮/১০২, নং ৬৪৮৩, সাহীহ মুসলিম ৪/১৭৮৯, নং ২২৪৮]।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে বিশ্বের জন্য রাহমাত করে পাঠিয়েছেন। তিনি তার উম্মাতের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল ও তাদের কল্যাণকামী। তারা ক্ষতি, ধ্বংস ও আল্লাহর আযাবে পতিত হোক তা তিনি কোনভাবেই চান না। মহান আল্লাহ তার নাবীর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন,

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}

'অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয় তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু', [আত্- তাওবাহ- ৯: ১২৮]।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}

'আর আপনি যতই চান না কেন, অধিকাংশ মানুষই ঈমান গ্রহণকারী নয়', [ইউসুফ- ১২: ১০৩]।

আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন,

{إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ}

'আপনি তাদের হিদায়াতের জন্য একান্ত আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে হিদায়াত দেন না এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নেই', [আন- নাহল- ১৬: ৩৭]।

আল্লাহ আরো বলেন,

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

'আপনি যাকে ভালোবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে হিদায়ত দান করতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে হিদায়াত দান করেন এবং হিদায়াতের অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন', [আল-কাসাস- ২৮: ৫৬]। এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তার চাচা কোন প্রকারে ইসলামা গ্রহণ করুক। এ প্রেক্ষাপটে তাকে বলা হয়েছে যে, কাউকে হিদায়াত দেয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়, [সাহীহুল বুখারী ৫/৫২, নং ৩৮৮৪, সাহীহ মুসলিম১/৫৪, নং ২৪]। তাই লোকদের ঈমান না আনার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়া সাল্লামের পর্যাপ্ত পেরেশানী ও দুঃশ্চিন্তা করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন ও শান্তনা দিয়েছেন।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচণ্ড আগ্রহের কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

এক. দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর সাফা পাহাড়ে আরোহণ: 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ। অর্থাৎ 'আপনি আপনার নিকটতম গোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করুন' [আশ্- শু'আরা- ২৮: ২১৪] নাযিল হল, তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং ডাকতে শুরু করেন যে, হে ফিহর গোত্র! হে 'আদী গোত্র; কুরাইশ বংশের বিভিন্ন গোত্র। তখন তারা একত্রিত হলো। ঐসময় কোন লোক যদি বাড়ি থেকে বের হয়ে সমাবেশে আসতে সক্ষম না হয়, তখন বিষয়টি দেখার জন্য সে প্রতিনিধি প্রেরণ করল। তখন আবু লাহাব এবং কুরাইশের লোকেরা হাযির হলো। অত:পর তিনি বলেন, 'তোমরা কি মনে কর! আমি যদি তোমাদেরকে অবহিত করি যে, এই উপত্যাকায় একদল ঘোড় সোয়ার তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য ইচ্ছা করছে, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?'। তারা বলল, হ্যাঁ, কারণ আমরা তোমার কাছ থেকে সত্য বলা ছাড়া আর কিছু জানি না। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদেরকে এক সম্মুখ কঠিন আযাবের বিষয়ে সতর্ক করছি'। তখন আবু লাহাব বলল, তোমার সমস্ত দিন ধ্বংস হোক! এজন্যে বুঝি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? তখন সূরা লাহাবের নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল হয় {تَبَّتْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ অর্থাৎ আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে! তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসে নি', [সাহীহুল বুখারী ৬/১১১, নং ৪৭৭০, সাহীহ মুসলিম ১/১৯৩, নং ২০৮]।

দুই. কুরাইশদের বাইরে অন্যান্য লোকদেরকে দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগ্রহ: রাবী'আহ ইবন 'আব্বাদ আদ্ দাইলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার এ দু'চোখ দিয়ে যুল-মিজাজ বাজারে দেখেছি যে তিনি বলছেন, 'হে লোকসকল! তোমরা বল যে, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' তাহলে সফল হবে'। তিনি বাজারের বিভিন্ন গলিতে ঢুকছেন আর লোকেরা তার পেছনে পেছনে জড়ো হচ্ছে। অতঃপর আমি কাউকে কিছু বলতে দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ না থেকে বলেই যাচ্ছেন যে, হে লোকসকল! তোমরা বল যে, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' তাহলে সফল হবে'। তবে তার পেছনে উজ্জ্বল মুখ, প্রশস্ত দুটি গাল, টেরা চোখ ওয়ালা একজন লোক বলছে, এ ব্যক্তি ধর্মত্যাগী, মিথ্যুক। আমি তখন বললাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ, তিনি নিজেকে নাবী বলেন। আমি বললাম, আর এই ব্যক্তি কে, যে তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছে? তারা বলল, তার চাচা আবু লাহাব' [মুসনাদ ইমাম আহমাদ ২৫/৪০৪, নং ১৬০২৩, সাহীহ লিগাইরিহী, কেউ কেউ হাসান বলেছেন]।

তিন. লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দা'ওয়াত দান করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রবল আগ্রহের আরেকটি নমুনা হচ্ছে তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি, তাঁবু এবং আবাসস্থলে গিয়ে, বিশেষ করে বিভিন্ন মৌসুম উপলক্ষে তাদেরকে দীনের দিকে দা'ওয়াত দিতেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ বছর অবস্থানকালে বিভিন্ন মৌসুম ও উপলক্ষকে সামনে রেখে লোকদের পেছনে তাদের বাড়ি-ঘরে, মিজান্নাহ ও 'উকায বাজারে এবং মিনায় অবস্থিত ঘর দরজায় গিয়ে দা'ওয়াত দিতেন এবং বলতেন, কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রবল আগ্রহের আরেকটি নমুনা হচ্ছে, তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি, তাঁবু এবং আবাসস্থলে গিয়ে, বিশেষ করে বিভিন্ন মৌসুম উপলক্ষে তাদেরকে দীনের দিকে দা'ওয়াত দিতেন।

আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আমাকে সাহায্য করবে; যাতে আমি আমার রবের রিসালাত পৌঁছাতে পারি, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। কিন্তু তিনি কাউকে এমন পাননি যে, তাকে সাহায্য করে এবং তাকে আশ্রয় দেয়। এমনকি কোন ব্যক্তি যখন মিশর বা ইয়ামান থেকে তার আত্মীয়ের কাছে আসত, তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কাছে এসে তাকে বলত, কুরাইশের এক বালক থেকে সাবধান থাকবে, সে যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

চার. রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইহুদী নেতাদেরকে দীনের দা'ওয়াত দানঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতের প্রতি প্রবল আগ্রহের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, তিনি বিশেষভাবে ইহুদী নেতাদেরকে দীনের দা'ওয়াত দিয়েছেন। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মাসজিদে ছিলাম, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, চল, আমরা ইহুদীদের কাছে যাই। আমরা তার সাথে বের হলাম এবং তাদের পাঠশালায় আসলাম। তখন নাবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে নিরাপদে থাকবে'। তারা বলল, হে আবুল কাসিম, আপনি দা'ওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, 'এটাই তো আমি চাই'। তারপর দ্বিতীয়বার বলেন, তারা বলে, হে আবুল কাসিম, আপনি দা'ওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তিনি তৃতীয়বার বলেন। তারপর বলেন, 'তোমরা জেনে রেখ! এই যমীনটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর আমি তোমাদেরকে নির্বাসন দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের যার সম্পদ আছে সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় তোমরা জেনে রেখ! যমীনটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের', [সাহীহুল বুখারী ৯/২০, নং ৬৯৪৪, সাহীহ মুসলিম ৩/১৩৮৭, নং ১৭৬৫]।

পাঁচ. আল্লাহর রাসূলের জনৈক ইহুদীর ছেলেকে দা'ওয়াত দানঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু বড়দেরকেই দা'ওয়াত দেননি বরং ছোটদেরকেও দীনের দা'ওয়াত দিয়েছেন। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্যই প্রবল আগ্রহভরে দা'ওয়াত দিয়েছেন। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইহুদীর একজন ছেলে নাবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবা করত। ছেলেটি অসুস্থ হলে নাবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে তার কাছে আসেন। তিনি তার মাথার কাছে বসে তাকে বলেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর'। তখন ছেলেটি তার কাছেই থাকা তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, তুমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নাও। অতঃপর ছেলেটি ইসলাম গ্রহন করে। তখন নাবী সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

'আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রাক্ষা করেছেন', [সাহীহুল বুখারী ২/৯৪, নং ১৩৫৬, সুনান আবি দাউদ ৩/১৮৫, নং ৩০৯৫]।

ছয়. রাজা-বাদশাহ এবং বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের কাছে রাসূলুল্লাহর দা'ওয়াতী চিঠি ও দূত প্রেরণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের কাছে দীনের দা'ওয়াত পৌঁছানোর প্রবল আকাঙ্খার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, তিনি তখনকার বাদশাহ, বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে দীনের দা'ওয়াত দিয়ে চিঠি ও দূত প্রেরণ করেন। আনাস (রা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্যের বাদশাহ কিসরা, রুমের বাদশাহ কায়সার, হাবাশার বাদশাহ নাজাশীসহ অনেক প্রতাপশালী নেতাদের কাছে চিঠি লেখেন। এসব চিঠিতে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দীনের দা'ওয়াত দেন। তবে এই নাজাশী সেই নাজাশী নয়, যার জানাযার সালাত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ে ছিলেন', [সাহীহ মুসলিম ৩/১৩৯৭, ১৭৭৪, সুনানুত তিরমিযী ৪/৩৬৫, নং ২৭১৬]। এ ধরনের অনেক ঘটনা সাহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা'ওয়াতের কাজে এবং উম্মাতের হিদায়াত জন্য তার প্রচন্ড আগ্রহ ও প্রবল আকাঙ্খা ফুটে উঠে এবং তিনি যে মানুষের সার্বিক কল্যাণকামী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়।

শিক্ষাসমূহঃ দারসে উল্লেখিত আয়াতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো;

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন উম্মাতের হিদায়াতের জন্য খুবই আগ্রহী থাকতেন, তেমনি দা'য়ী ইলাল্লাহকেও মানুষকে সত্য দীনের দিকে অত্যন্ত আগ্রহ ও দরদ নিয়ে দা'ওয়াত দিতে হবে।

দুই. দায়ী ইলাল্লাহকে ন্যায়-নিষ্ঠা ও কল্যাণ কামনার সাথে আন্তরিকভাবে মানুষের প্রতি দীনের দা'ওয়াত দিতে হবে। তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে হবে। হিদায়াত দানের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে।

তিন. দা'ওয়াতী কাজ করতে গিয়ে ফলাফল বিলম্বিত হলে নিরাশ হওয়ার কোন সুযোগ নেই এবং এ জন্যে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের চিন্তা ও অনেক বেশী অস্থির হওয়া থেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

চার. দা'ওয়াতী কাজের জন্য অন্যান্য গুণাবলীসহ পর্যাপ্ত ধৈর্যের গুণ অর্জন করা প্রতিটি দা'য়ীর একান্ত প্রয়োজন।

করুণাময় আল্লাহ এসব শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

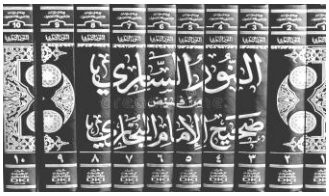

ভালো কাজ সম্পাদন ও মন্দ কাজ বর্জন : মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

অনুবাদ : আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: "তোমরা একে অপরকে হিংসা পোষণ করবে না; একে অপরের সাথে ধোঁকাবাজি (দালালি) করবে না; একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না; একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশে পেছনে বৈরিতা প্রদর্শন করবে না এবং একে অপরের বেচাকেনার ওপর বেচা-কেনার চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; সে তার ওপর যুলুম করবে না; তাকে অপমান করবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। তাকওয়া এখানে-এই কথা তিনি তাঁর বুকের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বলেছেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে। মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সম্মানিত"।[১]

একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে। মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সম্মানিত।

ব্যাখ্যা : ইসলাম মুসলিমদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় সামাজিক ঐক্য কামনা করে এবং যে সকল বিষয় ঐক্য ও সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে এর ভীতকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে ফেলে সেগুলোকে বর্জনের নির্দেশ দেয়।

---

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল-আদাব,বাব : তাহরীমু যুলমিল মুসলিমি ওয়াখযুলহু ওয়া ইযহারুহু ওয়া দামুহু ওয়া ইরযুহু ওয়া মালুহু, নং ৬৭০৬

উপরোক্ত হাদীসে ঐক্য ও সম্পর্ক বিনষ্টকারী বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানবজাতিকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

(১) পরস্পর হিংসা করবে না

হিংসা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'হাসাদ' (حسد)। এর অর্থ-হিংসা করা। হিংসার স্বরূপ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির কারো ব্যাপারে এমন মনোভাব পোষণ করা যে, তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান কিংবা সম্মানিত আর কেউ নেই। এই হিংসা হতে পারে কারো অর্থ-সম্পদ ধ্বংস ও সম্মানহানি কামনার মাধ্যমে এবং তা হতে পারে কথা ও কাজের মাধ্যমে। এর দ্বারা হিংসার শিকার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এধরনের আচরণ মহান আল্লাহর কোনো বান্দার দ্বারা হতে পারে না। এটি ইবলীসের বৈশিষ্ট্য। ইবন উমার (রা) বলেন,

"ইবলীস নূহ (আ) কে বললো, দুটি জিনিস বনী আদমকে ধ্বংস করে : একটি হিংসা। সে আরো বলে, এই হিংসার কারণেই আমাকে অভিশপ্ত ও অভিশপ্ত শয়তান ঘোষণা করা হয়েছে এবং অপরটি হলো, লোভ"।[২] হিংসার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে।

হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন-

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ».

আয যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, "তোমাদের পুর্ববর্তী উম্মাতের ব্যাধি তোমাদের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। তা হলো, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। এই ব্যাধি মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে দেয়, বরং তা দীন মুণ্ডন করে দেয়।[৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ . أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, "তোমরা অবশ্যই হিংসা পরিহার করবে। কেননা আগুন যেভাবে কাঠ অথবা ঘাস ও খড়কুটা গ্রাস করে তদ্রূপ হিংসাও মানুষের নেক 'আমল গ্রাস করে"।[৪]

অতএব আমাদেরকে সর্ববিধ হিংসাত্মক কথা, কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) পরস্পর ধোঁকাবাজি করবে না

মুসলিম তার অপর ভাইয়ের কাছে হবে একান্তভাবে নিরাপদ। সে তার ভাইকে কোনো

---

২. ইবন আবুদ দুনিয়া সূত্রে ইবন রজাব হাম্বালী, খ. ২, পৃ. ৩২১
৩. তিরমিযী, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামা ওয়ার রিকাক, বাব : সালাহু যাতিল বাইন, নং ২৬৯৯
৪. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব : ফিল-ফাসাদ, নং ৪৯০৫

ধরনের ধোঁকায় ফেলবে না এবং প্রতারিতও করবে না। নবী (সা) এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। "একদা রাসূলুল্লাহ (স) একটি খাদ্যশস্যের স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেন। তিনি তাঁর হাত ভেজা অনুভব করেন। তিনি স্তূপের মালিককে বলেন, এ কী? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির পানিতে এটি ভিজে গিয়েছিলো। তিনি বলেন, ভেজাগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেনো, যাতে লোকেরা দেখে নিতে পারে ? অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে আমাদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই"।[৫]

৩. তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না

মানুষের মাঝে যতগুলো খারাপ গুণাবলী আছে, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ সেসবের অন্যতম। তাই হাদীছে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

কাজেই কোনো মুসলিম কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না।

(৪) কারো দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা

মানুষের পারস্পরিক কাজ হবে মিলেমিশে বসবাস করা, মুখ ফিরিয়ে নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ. زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, "কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে কোনো মুমিন ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখবে। অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উভয়ের সাক্ষাত হলে একজন সালাম দিবে এবং অপর ব্যক্তি তার সালামের জবাব দিলে উভয়ই সালামের সাওয়াব পাবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব না দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে। আহমাদ (র)এর বর্ণনায় আরো উল্লেখ আছে, সালাম দানকারী সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে"।[৬]

একজন মুসলিম অপর মুসলিমের প্রতি হাসিমুখে তাকাবে, কোনো অবস্থায় বাঁকা চোখে তাকাবে না। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

---

৫. তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব : মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল গাশ্‌শ..., নং ১৩৬৩

৬. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব : ফী হিজরাতির রাজুলি আখাহু, নং ৪৯১৪

(৫) একে অপরের বেচাকেনার ওপর বেচা-কেনার চেষ্টা করবে না

কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য কেনার উদ্দেশে দরদাম করে প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে, এমতাবস্থায় সেই পণ্য দাম করে কিনে নেয়া সমীচীন নয়। একাজ প্রথম ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হতে পারে, হতে পারে তার অধিকার হরণও। হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "কেনার উদ্দেশে কাফেলার সাথে আগ বাড়িয়ে সাক্ষাত করবে না। তোমাদের কেউ যেনো অপরের দামদর করার সময় দাম-দর না করে। কেনার উদ্দেশ্য ছাড়া পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে না। শহরবাসী যেনো গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করে না দেয় (পথিমধ্যে বা বাজারে গ্রামবাসীর পণ্য দাম ধরে নিয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় না করে)। আর উট ও বকরীর ওলানে দুধ জমা করে রাখবে না। এ অবস্থায় কেউ তা ক্রয় করলে তার জন্য দুটি পথের একটি পথ অবলম্বনের অবকাশ রয়েছে : হয় সে সেটি রেখে দিবে, অন্যথায় এক সা খেজুরসহ তা (বিক্রেতাকে) ফেরত দেবে"।[৭]

ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো ব্যক্তি যেনো তার ভাইয়ের বেচাকেনার ওপর বেচাকেনা না করে, সে তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেবে না, তবে সে অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।"

গ্রামের উৎপাদনকারীরা পণ্য নিয়ে যখন শহরের দিকে যাত্রা করে সে পণ্য সরাসরি শহরে পৌঁছলে মূল্য কমে যাবে এই আশংকায় গিয়ে ঐ মাল কিনে নেয়া। এতে সরবরাহ কমে মূল্য বৃদ্ধি পায়-এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে।

উপরে হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে যদি অংশীজনের অনুমতি থাকে তবে তা দূষণীয় নয়। যেমন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো ব্যক্তি যেনো

৭. মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ, বাব : তাহরীমু বাইয়ির রাজুলি আলা বাইয়ি আখিহি. .. নং ৩৮৯০

তার ভাইয়ের বেচাকেনার ওপর বেচাকেনা না করে, সে তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেবে না, তবে সে অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা"।[৮]

এই নিষেধাজ্ঞা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

(৬) সকল মুসলিম ভাই ভাই :

সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সেহিসেবে সহোদর ভাই যেমন তার অপর ভাইয়ের অধিকার আদায়ে সচেতন থাকে তদ্রূপ দীনের ভাই হিসেবেও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। এর মর্ম হলো, মহান আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে বসবাস করবে। তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ, ধোঁকাবাজি, মুখ ফিরিয়ে চলার মতো অবস্থা সৃষ্টি হবে না। কোনো কারণে ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টি হলে, তা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"মুমিনগণ! পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো ,যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও"।[৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় করবে। কেননা উপহার মনের কালিমা দূর করে। এক প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর পায়ার এক টুকরা ক্ষুর দিলেও তা তুচ্ছজ্ঞান করবে না"।[১০]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, এক মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের ভুল বোঝাবুঝি হলে তা শোধরে নিতে হবে, কোনো অবস্থায় সম্পর্কের অবনতি ঘটানো যাবে না।

(৭) যুলুম করা

বিশ্বব্যাপী সর্বত্র যুলুমের জয়জয়কার চলছে এবং ন্যায়পরায়ণতা যেনো সমাজের বিশাল অংশ থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছে। অথচ ইসলামের দাবি হচ্ছে, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা এবং যুলুমের মূলোৎপাটন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.

---

৮. মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ, বাব : বাব : তাহরীমু বাইয়ির রাজুলি আলা বাইয়ি আখিহি. .., নং ৩৫২১

৯. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১১

১০. তিরমিযী, আবওয়াবুল ওয়ালা ওয়াল হেবা, বাব : হিসসুন-নাবী (স) আলাত তাহাদী, নং ২২৭৭

"তুমি কখনো মনে করো না, যালিমরা যা করে, সেবিষয়ে আল্লাহ গাফিল। তবে তিনি তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চোখ স্থির হবে। তারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস"।[১১]

হাদীসে উল্লেখ আছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ « يَا عِبَادِى إِنِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا ...

আবূ যার (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের ওপর যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করবে না"...।[১২]

হাদীসে যুলুমের ভয়াবহ পরিণামের কথা উচ্চারিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَن كَانَتْ له مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ مِن عِرْضِهِ أَوْ شيءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليَومَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه بقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وإنْ لَمْ تَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "সম্মানহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে যার ওপর তার ভাইয়ের যুলমের দায় রয়েছে, সে যেনো তার থেকে এসময়ই- সেসময় আসার পূর্বে দায়মুক্তি নিয়ে নেয় যখন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। অন্যথায় যদি তার নেক আমল থাকে তাহলে তা থেকে তার যুলমের সমপরিমাণ নেয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে তবে তার সাথীর (মাযলুমের) পাপ থেকে একটি অংশ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে"।[১৩]

পক্ষান্তরে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون .

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘনকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো"।[১৪]

---

১১. ইবরাহীম সূরা, ১৪ : ৪২-৪৩

১২. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল-আদাব,বাব : তাহরীমু যুলুম, নং ৬৭০৬

১৩. বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, বাব : মান কানাত লাহু মাযলামাতুন ইনদার রাজুলি ফা-হাল্লালাহা লাহু,হাল ইউবায়্যিনু মাযলামাতাহু, নং ২৪৪৯

১৪. সূরা আন-নাহল, ১৬: ৯০

(৮) কাউকে অপমান ও তুচ্ছজ্ঞান করা

মহান আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে মানুষ সর্বাধিক সম্মানিত। সুতরাং কেউ কাউকে অপমান করবে, ইসলামে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে। আল কুরআনে রয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

"যখন কারো সামনে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হয়, অথচ সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে তাকে সাহায্য করে না, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে অপমানিত করবেন"

"হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেনো অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা করে না তারাই যালিম"।[১৫]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবূ উমামা ইবন সাহল ইবন হুনাইফ (র) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন কারো সামনে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হয়, অথচ সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে তাকে সাহায্য করে না, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে অপমানিত করবেন"।[১৬]

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কোথাও অপদস্ত হয় এবং কোনো ব্যক্তি তা রুখে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে, তার উচিত অপমানিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো।

(৯) তাকওয়া

পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তাকওয়া হচ্ছে রক্ষাকবচ। আর মুত্তাকী ব্যক্তি

---

১৫. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১১

১৬. মুসনাদ আহমাদ, নং ১৬৪০৭

হলেন মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। সুতরাং পাপাচার থেকে বাঁচতে হলে তাকওয়া অনুশীলনের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ .

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী"।[১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِنَّ اللهَ تعالى لَا ينظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوالِكُمْ ، ولكنْ إِنَّما ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم .

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকার-আকৃতি (শারীরিক কাঠামো) কিংবা সম্পদের প্রতি তাকান না। বরং তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও 'আমলের প্রতি"।[১৮]

عَنْ أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» .

আবূ যার আল গিফারী ও মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, " তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো এবং পাপ কাজ সংঘটিত হলে সাথে সাথে সৎকাজ করো, তাহলে তা সেটিকে মিটিয়ে দিবে এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করবে"।[১৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন মানুষের অন্তরে তাকওয়া থাকাই মহান আল্লাহর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কারো মাঝে তাকওয়া থাকলেই কেবল সব ধরনের পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব।

(১০) পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ সম্মানিত

মানব জীবনে কতগুলো মৌলিক বিষয় রয়েছে। এসবের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে জীবন এবং অপরটি সম্পদ। ইসলাম এ দুটোর ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবী (সা) এর হাদীসে এর চিত্র ফুটে ওঠেছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ . أَىُّ يَوْمٍ هَذَا . قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ . قَالَ فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا . قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ . قَالَ فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا . قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ . قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا . فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ

---

১৭. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

১৮. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব : তাহরীমু যুলমিল মুসলিমি . .., নং ৬৭০৮

১৯. তিরমিযী, কিতাবুল বিররি..., বাব : মা জাআ ফী মু'আশারাতিন-নাস। হাদীসটি হাসান।

فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর দিন ভাষণ দেন এবং তিনি বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! আজ কোন দিন? তারা বলেন, সম্মানিত দিন। তিনি বলেন, এটি কোন শহর? তারা বলেন, সম্মানিত শহর। তিনি বলেন, এটি কোন মাস? তারা বলেন, সম্মানিত মাস। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের এদিন, এ শহর এবং এ মাসের সম্মানের ন্যায় সম্মানিত। তিনি তাঁর বক্তব্য কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করে বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় এটি ছিলো উম্মাতের প্রতি তাঁর উপদেশ। (তিনি আরো বলেন,) উপস্থিত ব্যক্তি যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। একে অপরের ঘাড়ে আঘাত করার মাধ্যমে আমার পরে তোমরা কুফরীতে ফিরে যেও না"।[২০]

আমরা উপরোক্ত হাদীস থেকে নিম্নবর্ণিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। যেমন-

(ক) কারো প্রতি হিংসা নয়, ভালোবাসা প্রত্যাশিত।
(খ) ধোঁকাবাজি করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।
(গ) বিদ্বেষ নয়, সহমর্মিতাই কাম্য।
(ঘ) কারো প্রতি মুখ ফিরিয়ে নয়, বরং হাসি মুখে তাকানোতেই কল্যাণ।
(ঙ) দীনের উদ্দেশ্য কল্যাণ কামনা, কারো ক্ষতি করা নয়।
(চ) কারো প্রতি যুলুম নয়, সহযোগিতা কাম্য।
(ছ) কাউকে তুচ্ছজ্ঞান নয়, সম্মান প্রদর্শনই কাম্য।
(জ) তাকওয়া, মানব মর্যাদার শ্রেষ্ঠ মিনার।
(ঝ) সম্মানহানি নয়, সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামের শিক্ষা।
(ঞ) সকল মুসলিম ভাই ভাই। সুতরাং তার দ্বারা কারো কোনো ধরণের অনিষ্ট কাম্য নয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে উপরোক্ত শিক্ষা ধারণ করে একটি মানবিক কল্যাণময় সমাজ গড়ার দীপ্ত শপথ নেয়ার তাওফীক দিন। আমীন। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক

২০. বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ, বাব : আল-খুতবাতু আইয়ামা মিনা, নং ১৭৩৯

ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধনীতি

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

ভূমিকা : ইসলাম মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। এ জীবন বিধান পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানব জাতির স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিধানে মানব জাতির শান্তি এবং সামাজিক শৃংখলা ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা রয়েছে। মানব জাতির জীবন-বিধান ও এর স্তর ভাগের ব্যাপ্তী যত, এর বিস্তৃতিও ততো। এতে মানব জীবনের সামগ্রিক বিষয়ের সমাধান রয়েছে।

তবে এ বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও সমাজের সর্বত্র অনুশীলন ও প্রতিপালন ব্যতীত এর কল্যাণ প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বত্র এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই কাংখিত কল্যাণের আশা করা যায়, অন্যথায় নয়।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে যুগে যুগেই বিরোধীদের বাঁধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সত্য কখনো বিরোধীতার কারণে থেমে যায়নি। এ বাঁধা অপসারণে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ইসলাম জিহাদের (যুদ্ধের) বিধান দিয়েছে। এ প্রবন্ধে আমরা ইসলাম, মুসলিম জাতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যুদ্ধের আবশ্যকতা ও নীতিমালা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরবো, ইনশাআল্লাহ।

জিহাদের আবশ্যকতা

জিহাদ হলো ইসলামের শীর্ষ চুড়া ও সর্বোচ্চ শিখর এবং যারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করে তারা জান্নাতে যেমন সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে, তেমনি দুনিয়াতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। রাসূল (সা.) জিহাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন এবং সর্বাধিক উপায়ে তিনি আল্লাহর রাস্তায় সঠিকভাবে জিহাদ করে গিয়েছেন। তিনি অন্ত:করণে ও মৌখিকভাবে, দা'ওয়াত দান ও বক্তৃতা এবং তলোয়ার ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে সর্বক্ষণ জিহাদে রত থাকতেন। এ কারণেই বিশ্বে সবচেয়ে বেশী তাঁকে স্মরণ করা হয় এবং আল্লাহর সান্নিধ্যেও তাঁর মর্যাদা সবচেয়ে সুউচ্চ। মুসলিমদের মান-মর্যাদা ও শান-শওকত জিহাদের উপরই নির্ভরশীল। নবুওয়্যাতের শুরু থেকে আল্লাহ রাসূল (সা.) কে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا – فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.

"আমরা ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনবসতিতে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। সুতরাং আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং এর দ্বারা আপনি তাদের সাথে ব্যাপকভাবে জিহাদ করতে থাকুন।" (২৫, সূরা আল্‌ফুরকান : ৫১-৫২) এটি হলো মাক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরার আয়াত। এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে যুক্তি-

তর্ক, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং কুরআনের বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন ও বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে মুনাফিকদের সাথে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"হে নবী, কাফির ও মোনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোর হোন। তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো জাহান্নাম। আর কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থান তা।" (৬৬, সূরা আত্তাহরীম : ৯)

জিহাদের ক্ষেত্রসমূহ

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ) জিহাদের চারটি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন, (১) নফস বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ (২) শয়তানের সাথে জিহাদ (৩) কাফিরদের সাথে জিহাদ এবং (৪) মুনাফিকদের সাথে জিহাদ।

নফ্সের সাথে জিহাদ

আল্লাহর দুশমনদের সাথে প্রকাশ্যভাবে লড়াই করার পূর্বে প্রত্যেককে তার নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করতে হবে। কারণ এ জিহাদই হলো মূল এবং দুশমনদের সাথে প্রকাশ্য জিহাদ হলো এরই শাখা-প্রশাখা। এ জন্যই প্রবৃত্তি বা নফ্সের সাথে জিহাদ প্রকাশ্য শত্রুর সাথে জিহাদের উপর অগ্রগণ্য। এ প্রসঙ্গে নাবী (সা.) বলেন,

«وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ»

"মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করে স্বীয় নফ্সের সাথে জিহাদ করে, আর হিজরতকারী সে ব্যক্তি যে গুনাহ্-খাতা বর্জন করে।"[১]

এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন, "কেননা কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথমে স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ না করবে, যাতে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এভাবে এর সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের শত্রুর সাথে জিহাদ করতে সক্ষম হবে না।"[২] এ দুটি শত্রুর সাথে জিহাদ করার সাথে মুমিনকে আরো একটি শক্তির সাথে জিহাদ করতে হয়। আর সেটি হলো শয়তান। এ শয়তানই মূলত কোন বান্দাকে প্রবৃত্তি ও বাইরের শত্রুর সাথে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করে।

এ ব্যাপারে ইবুল কায়্যিম বলেন, " বান্দাকে এ দু'টি জিহাদের (প্রবৃত্তি ও বাইরের শত্রু) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। অবশ্য এদের মাঝে তৃতীয় আর একটি শত্রু রয়েছে, যার সাথে জিহাদ ব্যতীত এ দুটির সাথে জিহাদ সম্ভব নয়। সে শত্রুটি এতদোভয়ের মাঝখানে অবস্থান করে বান্দাকে এ দু'টি জিহাদ থেকে বিরত রাখে, তাকে অপদস্ত

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৯৫৮।

২. ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, খ. ২, পৃ. ৩৮।

করে এবং জিহাদের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে। সে তাকে সর্বদাই এ ধারণা দিতে থাকে যে, এ দু'টি শক্তির সাথে জিহাদ করে নিজের সুখ-সুবিধা, ভোগ-বিলাস এবং প্রবৃত্তির দাবী বর্জন করায় কোন লাভ নেই। সে জন্য এ শত্রুর সাথে জিহাদ ব্যতীত ঐ দু'টি শত্রুর সাথে জিহাদ করা সম্ভব হয় না । সুতরাং এ শত্রুর সাথে জিহাদই হলো ঐ দু'টির সাথে জিহাদ করার মূলমন্ত্র। আর সেটি হলো শয়তান।[৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন, কাজেই তাকে তোমরা দুশমন হিসাবে গ্রহণ কর।" (৩৫, সুরা ফাতির : ৬)

নফ্স বা প্রবৃত্তি, শয়তান এবং বাইরের শত্রু- এ তিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে উল্লেখিত ত্রিশক্তির সাথে এ জগতে জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। এ জিহাদে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং অস্ত্র ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেন। এর মাধ্যমে তিনি একদলের দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করেন এবং এটিকে তাদের পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করেন, যাতে তিনি তাদের প্রকৃত অবস্থা পরখ করে নেন এবং যাচাই বাছাই করে নেন যে, কে তাঁর এবং তাঁর রাসূলের সহযোগী হয় এবং কে শয়তান ও তার দলবলের সহযোগী হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

"আর আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দিয়েছি, তাতে তোমরা ধৈর্যধারণ করতে পার কি না। আর তোমার প্রভূ হলেন সর্বদর্শী।" (২৫, সূরা আল্ফুরকান : ২০)

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

"আল্লাহ ইচছা করলে তাদের থেকে বদলা নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের কতকের দ্বারা আর কতককে পরীক্ষা করতে।" (৪৭, সূরা মুহাম্মাদ : ৪)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্য হতে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের জেনে নিই এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই বাছাই করি।" (৪৭, সূরা মুহাম্মাদ : ৩১)

আল্লাহর দল ও শয়তানের দল তথা হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কোন মুমিন নিশ্চুপ থাকতে পারেনা। বরং এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাস্তায় যথাযথভাবে জিহাদ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৩. প্রাগুক্ত।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যথাযথভাবে জিহাদ কর, কারণ আল্লাহ এজন্যই তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন।" (২২, সূরা আল্ হাজ্জ :৭৮)

'যথার্থভাবে জিহাদের' ব্যাখ্যায় ইবনুল কায়্যিম বলেন, "যথার্থ জিহাদ হলো, কোন ব্যক্তির নফ্স বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা, যাতে তার অন্ত:করণ, বাকশক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এবং আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে তা যেন নফ্সের জন্য এবং নফ্সের দ্বারা পরিচালিত না হয় । অনুরূপভাবে শয়তানের সাথে জিহাদ করবে তার অঙ্গীকারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার নির্দেশ ও নিষিদ্ধ কাজে তার অনুপ্রেরণাকে অমান্য করে। আর এ দুটির (নফ্স ও শয়তানের) সাথে জিহাদের মাধ্যমে এমন শক্তি, প্রতিপত্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যার দ্বারা বাস্তব ময়দানে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর দুশমনদের সাথে অন্ত:করণ, কথা, হাত (শক্তি) ও সম্পদের দ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম হবে।"[৪]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "প্রত্যেক বান্দা নিজে যে সামর্থ রাখে তা দ্বারা জিহাদ করাই যথার্থ জিহাদ। আর এটা বান্দার সামর্থ, অসামর্থ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি অবস্থার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।"[৫] (চলবে)

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

মাসিক পৃথিবী

নিজে পড়ুন,

অন্যকে পড়তে সহায়তা করুন।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৫. প্রাগুক্ত।

যাকাত ম্যানেজমেন্ট এবং এর বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রফেসর ড. এবিএম মাহ্‌বুবুল ইসলাম

ইসলামী দাওয়া এন্ড রিসার্চ সেন্টার (IDRC) ২৭ এপ্রিল ২০২৪ কর্তৃক প্রস্তাবিত যাকাত ব্যাংকের ধারণাটি বর্তমান রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অবস্থায় বাস্তবসম্মত নয় বলে অনুষ্ঠিত সেমিনারের গবেষকবৃন্দ মতামত পেশ করেন এবং যাকাত প্রাপ্ত সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে তা বিনিয়োগ করা যায় কিনা-তা যাচাই করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এ লক্ষ্যে আইন ও শারী'আ কমিটি গঠন করে এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটির একজন সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগত চিন্তা-চরিতের আলোকে এ বিষয়ে মতামত পেশ করা হচ্ছে।

প্রচলিত এবং প্রথাগতভাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য মূলতঃ যাকাত দেয়া হয়ে থাকে। যাকে বলা যায় Consumptive zakat to meet immediate needs। এ ব্যবস্থাপনার শেষ ফল হল 'যাই পেলাম তাই খেলাম' যার অর্থ হল, আরও বেশি দানের উপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকা। অতএব, এ প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হলো 'যা পেলাম তার কিছু অংশ খেলাম আর কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য হাতে রাখলাম যাতে করে ধীরে ধীরে যাকাত নির্ভরশীলতামুক্ত হওয়া যায়' এই নীতির সম্ভাব্যতা যাচাই করা। যাকাত নির্ভরশীলতামুক্ত হতে হলে যাকাতের কিছু অংশকে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে, সম্পদ বৃদ্ধির আর দ্বিতীয় কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। অতএব, যাকাত প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ বিনিয়োগ করার সুযোগ ইসলামে আছে কিনা? থাকলে কেন এবং কিভাবে? আর না থাকলে তা কেন নয়? এ সম্পর্কে মতামত দেয়ার লক্ষ্যেই নিবেদিত এ লিখনিটি।

যাকাত নির্ভরশীলতামুক্ত হতে হলে যাকাতের কিছু অংশকে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে।

এ বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন মনে হলেও কতিপয় মুসলিমদেশ যেমন মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মরিশাস প্রমুখ ইতিমধ্যেই যাকাত বিনিয়োগের কাজে হাত দিয়েছে। অতএব, বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যে বিষয়গুলো আলোচনায় আসবে তা হলোঃ

(ক) যাকাতের শাব্দিক এবং ব্যবহারিক অর্থ,

(খ) বিনিয়োগের শর'ঈ শব্দ এবং বিনিয়োগ করা গেলে কি পরিমাণ বা কত শতাংশ করা যাবে,

(গ) বিনিয়োগকৃত মূলধন এর থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর যাকাত ধার্য যোগ্য কিনা,

(ঘ) যাকাত ম্যানেজমেন্ট বা বিনিয়োগের সাথে জড়িত জনশক্তি 'আল 'আমীলের' অন্তর্ভুক্ত বা পর্যায় ভুক্ত হবেন কিনা,

(ঙ) যাকাত উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের বিষয়ে শারী'আর কোন দলিল বা অনুমোদন আছে কি না, ইত্যাদি।

যাকাতের অর্থ ও গুরুত্ব

যাকাত একটি কুরআনিক শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো বৃদ্ধি করা (to grow) সমৃদ্ধি লাভ করা (thrive) বৃদ্ধি পাওয়া (increase) পবিত্র হওয়া বা করা (purification)। যাকাত দাতাকে বলা হয় মোযাক্কী (مزكي) আর যাকাত প্রাপককে বলা হয় মোহাক্কীক আল যাকাত (محقق الزكاة)। পবিত্রকরণ অর্থ সম্পদের পবিত্রকরণ এবং যাকাত দাতার আত্মার পবিত্রকর। প্রশ্ন হলো : বৃদ্ধি পাওয়া বা বৃদ্ধিকরণটা কি? এর অর্থ কি এই নয় যে, যাকাত প্রাপক যাকাতের যে সম্পদ পেলেন তাকে আরও বাড়ানোর বা বৃদ্ধিকরণের পন্থা নির্ধারণ করা? অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদকে বৃদ্ধি করতে হলে এর বিনিয়োগ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বৈধ পথ কি খোলা আছে? নিশ্চিতভাবেই নেই! অতএব, বিনিয়োগই (investment in trading) আর্থিক প্রবৃদ্ধির একমাত্র মাধ্যম। অতএব, যাকাতের শব্দগত অর্থের মধ্যেই যাকাত-মানি বিনিয়োগের ধারণা বিদ্যমান। মূলতঃ যাকাত লব্ধ অর্থ বা সম্পদ থেকে যাকাত প্রাপকের তাৎক্ষণিক চাহিদা (addressing immediate needs or consumption) মেটায়ে তাকে যুগ যুগ ধরে যাকাত নির্ভরতা থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে যাকাতের বাকী অংশটা বিনিয়োগ করে স্বনির্ভর করে তোলাই যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য। প্রাপ্ত অর্থ তাৎক্ষণিক ভোগ করে ফেললে একে প্রবৃদ্ধকরণের আর সুযোগ থাকে না। অতএব, যে ক্ষেত্রে প্রাপকের প্রাপ্ত যাকাত-মানির পরিমাণ এমন যে, তা তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর পরও আর একটা ভালো অংশ অবশিষ্ট থাকে তার ক্ষেত্রেই শুধু বিনিয়োগের ধারণা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে যাকাত বিতরণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা কিছু কিছু টার্গেটেড প্রাপক নির্বাচন করতে পারেন যাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর পরও অতিরিক্ত অর্থ (Surplus zakat money or wealth) থেকে যাবে। উপরিউক্ত যুক্তি ও তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে কি পৌঁছা যায়না যে, যাকাত প্রাপকের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে তাদের প্রাপ্ত একটা অংশকে বিনিয়োগ করা যায়? এবার দেখা যাক বিনিয়োগের ধারণা এবং এর স্বপক্ষে কোন দলিল প্রমাণ আছে কিনা?

বিনিয়োগের যৌক্তিকতা এবং এর পক্ষের দালিলিক প্রমাণঃ

বিনিয়োগের পক্ষে যৌক্তিক কথা হলো যাকাতকে উৎপাদনমুখী (Productive Zakat) পণ্যে নিয়োগ করা এবং যাকাত প্রাপকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের আর যাকাতমুখী না থাকতে হয়। যাকাত বিনিয়োগ হচ্ছে এমন একটা অনুকরণীয় বিষয় যা অব্যাহতভাবে উৎপাদনমুখী থাকবে। এটা নিছক দ্রুত ভোগ করার জন্য নয় বরং একে ব্যবসায়িক কর্মে বিনিয়োগ করে এর উন্নয়ন সাধন করা যায়। উৎপাদনমুখী যাকাত (Productive Zakat) এর দাবি হলো যাকাত-মানি নিয়ন্ত্রণ

করা এবং সুসংগঠিত করা। এর আর একটা দাবি হলো অন্যের শক্তি এ কাজে লাগিয়ে কিছু উৎপাদনমুখী কর্ম সাধন করা। যেমন তা সংগ্রহ করা, বিতরণ করা, ব্যবহার করা এবং তত্ত্বাবধান করা।

যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করা যায় কিনা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা নতুন কিছু হলেও মালয়েশিয়াসহ কতিপয় দেশে তা নতুন নয়। বিভিন্ন দেশে তাদের নিজস্ব ফরমেটে তা চালু করা হয়েছে। বিনিয়োগ বিষয়ক ইসলামিক পদবী (terms) হচ্ছে আল ইছতিমছার (الاستمثار) যার root বা মূল হচ্ছে ছামার (ثمر) বা ফল। এর অর্থ হলো to drive profit, benefit, to explore, to invest (মুনাফা অর্জন, সুবিধা অর্জন, অন্বেষণ করা, বিনিয়োগ করা)।

কুরআন-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ কোন দলিল এর সমর্থনে না থাকলেও এতদ বিষয়ের গবেষকগণ কুরআন সুন্নাহর বেশ কিছু দলিল যাকাত-মানি বিনিয়োগের পক্ষে অপ্রত্যক্ষ বা প্ররোচিত প্রমাণ বা সমর্থন সূচক দলিল (Persuasive Authorities) হিসেবে পেশ করেছেন। যেমন:

আল কোরআন

১. সূরা আত তাওবার ৯ : ৩৪ নম্বর আয়াত: আর তা হলো-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ

অর্থাৎ "যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

এতে ইউনফিকুনা (يُنْفِقُوْنَ) ব্যয় শব্দটিকে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ বলে "স্বর্ণ রৌপ্যকে বিনিয়োগ করে না" এ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যয়ের জন্য মাল পবিত্র হওয়া শর্ত, যাকাতও পবিত্র মালেরই একটা অংশ।

২. আল-বাকারা-২:২৬১

"আল্লাহর পথে যারা ব্যয় করে তাদের উদাহরণ সে বীজের মত যার সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশটি দানা (grain)।"

এ আয়াতের মূল বিষয় হলো আল্লাহর জন্য দান বা ব্যয় করলে তাতে প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। প্রবৃদ্ধি তো আর আপনা আপনিই হয় না এর জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। অতএব, যাকাত যেহেতু আল্লাহর পথের দান আর এ দানের প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগই (investment) উত্তম উপায়।

৩. আল রোম-৩০:৩৯

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

"সুদের লেনদেনের মাধ্যমে তোমরা সম্পদের প্রবৃদ্ধি কামনা করছো এটা কোন প্রবৃদ্ধি নয়, আল্লাহর দৃষ্টিতে বরং প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে যাকাতে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয়া হয়।"

অতএব, যাকাত অর্থই প্রবৃদ্ধি আর প্রবৃদ্ধির উত্তম মাধ্যম বিনিয়োগ। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত যাকাতের প্রতিটি শব্দের সাথে প্রবৃদ্ধি তথা বিনিয়োগ প্রথা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

সুন্নাতে রাসূল (সা) এর বিনিয়োগের ধারণা

যেহেতু আল কুরআনে যাকাত বিনিয়োগের ধারণা সুস্পষ্ট। অতএব, হাদীসের বা সুন্নাতে রাসূল (সা) এর সফল প্রয়োগ বা বাস্তবায়নে এর নজির থাকাই স্বাভাবিক। অতএব, এতদ সংক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণ সংক্ষেপে পেশ করা হলো:

১. সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২১৯৪

এটি মূলতঃ রাসূল (সা) এর একজন দরিদ্র মানুষকে স্বহস্তে কুঠারের বাট সংযোগ করে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন বিষয়ক।

আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আনসারীদের একজন লোক রাসূল (সা) এর নিকট এসে কিছু সাহায্য চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন, তোমার সম্পদ বলতে কি আছে? তিনি বললেন, একটি কম্বল যার এক অংশ বিছায়ে তাতে শয়ন করি, আর এক অংশ গায়ে জড়ায়ে ঘুমাই। আর কি আছে? লোকটি বললো, একটা বড় সাইজের পানির পাত্র আছে যা দ্বারা আমরা পানি পান করি। রাসূল (সা) বললেন, পানির পাত্রটি নিয়ে আসো, তাই করা হলো। পাত্রটিকে Auction Sale (নিলামে বিক্রি) করার জন্য দেয়া হলো। একজন এর দাম এক দিরহাম বললেন। পুনরায় আবার চাওয়া হলো আরো বেশি দামে কেউ কিনবে কিনা? এবার একজন দুই দিরহাম বললেন, তাই হলো। বিক্রিত মূল্য দিয়ে রাসূল (সা) দরিদ্রকে বললেন, এক দিরহাম খরচ করবে খাদ্য কেনার জন্য, আর এক দিরহাম ব্যয় করবে একটা কুড়াল কেনার জন্য। আর কুড়ালটি আমার নিকট নিয়ে আসবে এবং তাই করা হলো। রাসূল (সা) নিজ হাতে কুড়ালের বাঁট লাগিয়ে দিলেন আর বললেন, বন থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করবে আর ১৫ দিন পর আমার সাথে দেখা করতে আসবে। ঠিক তাই করা হলো, ১৫ দিনে ১০ দিরহাম আয় হলো। আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "তা দিয়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কর এবং ভিক্ষাবৃত্তির মন্দ পরিণতির কথা জানিয়ে দিলেন আর তা হলো শেষ বিচারের দিনে কপালে ভিক্ষাবৃত্তিক চিহ্ন নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া।"

> রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এতিমের মাল (সম্পদ) তোমাদের নিকট ন্যস্ত হলে তা তছরুপ করোনা, তবে তা বিনিয়োগ করা যেতে পারে, যেন তা দানের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে না যায়।

সুন্নাতে রাসূলের এ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের বিষয়টি সুস্পষ্ট। তবে এখানে মূলধন

(Capital) হচ্ছে- ভিক্ষা বা সাহায্য প্রার্থীর নিজের। ভাগ্যবশত সাহায্য প্রার্থীর স্বল্প পরিমাণ হলেও নিজস্ব সম্পত্তি। এ বিষয়টা যদি এমন হতো যে, সাহায্যপ্রার্থীর একেবারেই কিছু নেই, তাহলে তাকে সাহায্য দেয়া হতো। আর সেটা হয়তো হতো যাকাত ফান্ড থেকে। ফান্ড এর ধরন যাই হোক, দানকৃত যে কোন অর্থের উপর কিয়াস বা অনুমাণ করে এর একটা অংশকে বিনিয়োগ করা যেতে পারে নিঃসন্দেহে।

২. এতিমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এমন মাল (সম্পদ) তোমাদের নিকট ন্যস্ত হলে তা তছরুপ করোনা, তবে তা বিনিয়োগ করা যেতে পারে যেন তা যাকাতের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে না যায়। (তিরমিযী) এখানেও কিয়াসের (Analogical deduction or analogical reasoning) ব্যবহার প্রযোজ্য।

৩. 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) বলেন, ইয়াতিমের সম্পদ ব্যবসায়ে খাটাও যাতে যাকাত দিতে দিতে তা নিঃশেষ হয়ে না যায়। (মালিক আল মুয়াত্তা)

৪. ১৯৪৬ সালে Fiqh Academy, Jeddah এর পক্ষ থেকে মতামত দেওয়া হয় যে, যাকাতের সমস্ত শর্তপূরণ করে যাকাত-মানি বিনিয়োগ করা যাবে। অতএব, সুন্নাতে রাসূলের আলোকে যাকাত-মানি বিনিয়োগযোগ্য হতে বাধা থাকার কথা নয়।

মুসলিম স্কলার বা বিশেষজ্ঞদের মতামত

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কার কারণে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতামত সংক্ষেপে পেশ করা হলো:

প্রফেসর ড. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাওয়ী বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত যাকাত-মানি যদি যথেষ্ট পরিমাণ হয়, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করা যাবে। ক্ষেত্রসমূহ হতে পারে শিল্প কারখানা, কৃষি ফার্ম বা কৃষি জমি ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। দালান কোঠা (buying of apartment) - নির্মাণসহ অপরাপর ব্যবসায়িক খাত। অনুরূপভাবে চলমান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাইন্যানসিং প্রতিষ্ঠান যেমন: ইসলামী ব্যাংকে Fixed deposit বা MTDR এ বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হবে যাকাত প্রাপ্ত মালিকদের (তামলিকাত) সম্পদের প্রবৃদ্ধি সাধন করা যাতে তারা ব্যবসা বান্ধব জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে। এছাড়া আল মাওয়ারদী, আল গাজালী, ডঃ ওমর চাপড়াও বিনিয়োগের পক্ষে মতামত পেশ করেছেন।

কোন কোন দেশে যাকাত বিনিয়োগ চলমান:

কিছু তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যাকাত বিনিয়োগের পক্ষে মতামত পাওয়া যাচ্ছে মালয়েশিয়া, ব্রিটেন, পাকিস্তান এবং তানজানিয়ায়। এর একটা সংক্ষিপ্ত তথ্য পেশ করা হলো:

১. মালয়েশিয়ার Selangor Provincial Fatwa Committee,1994 এর

মতে গরীব এবং অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে যাকাত-মানি বিনিয়োগ করা যেতে পারে এবং যাকাতের মূলধন তা ক্যাশ টাকা হোক বা ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয় হোক - তা থেকে প্রশাসনিক ব্যয় মেটানো যাবে।

২. Fatwa Committee of Trenganue, (Malaysia) 1999 এতে বলা হয়েছে, যাকাতের অর্থের দ্বারা উৎপাদনমুখী কারখানা এবং উৎপাদনমুখী যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে তা ব্যবহার করা যাবে, যার উদ্দেশ্য হবে গরীব জনগোষ্ঠীকে আয়কারী জনশক্তিতে পরিণত করা। এতে আরো বলা হয়, এটা কার্যকরী করা হবে যাতে যাকাত-মানি অলস পড়ে না থাকে। উল্লেখ্য, যাকাত-মানি বিনিয়োগ হচ্ছে ইসলামিক সামাজিক অর্থব্যবস্থার একটা সমন্বিত মডেল (Integrated Model of Islamic Social Finance)।

৩. পাকিস্তানের Zakat Advisory Board যাকাতের অর্থের বিনিয়োগের পক্ষে মতামত পেশ করেন। বিনিয়োগের পরিমাণ হতে পারে ৬০ শতাংশ বিতরণের জন্য আর ৪০ শতাংশ বিনিয়োগের জন্য। এ বিনিয়োগ হবে Social Capital Investment এর ফরমেটে আর এর ক্ষেত্র হবে স্বাস্থ্য সেবা, কারিগরি প্রশিক্ষণ - এ জাতীয় ক্ষেত্রসমূহে। যাকাত অর্থ বিনিয়োগের বিষয়টি মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তান ছাড়া ব্রিটেন এবং তানজানিয়াতেও উক্ত গবেষণায় স্থান পেয়েছে।

বিনিয়োগের বিপক্ষে মতামত ও যুক্তিঃ

বিনিয়োগের পক্ষে যেমন মতামত ও যুক্তি আছে তেমনি এর বিপক্ষেও তা আছে। বিপক্ষের যুক্তিসমূহ হলো:

১. বিনিয়োগের ফলে প্রশাসনিক ব্যয় বেড়ে যাবে এর ফলে মূলধনে স্বল্পতা সৃষ্টি হবে।

২. প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ অপরাপর কর্মচারী কর্মকর্তাদের ব্যয়ভারও যাকাত-মানি থেকেই দিতে হবে আর তাতে তামলিকাত বা মালিকানার অর্থ কমে যাবে।

৩. বিনিয়োগের ফলে আছনাফ বা যাকাত প্রাপকদের কাছে তা পৌঁছতে দেরি হবে, এর ফলে তাদের উদ্ভুত চাহিদা মেটানোতে সংকট সৃষ্টি হবে।

৪. বিনিয়োগে ঝুঁকি থেকে যাবে এতে লস হলে প্রাপকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৫. যাকাত ইন্সটিটিউশান বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (যদি) কাজ করে ট্রাস্টি হিসেবে, এক্ষেত্রে প্রাপকদের (Recipient of Zakat) অনুমতি ছাড়া কোন অর্থ ছাড় দেয়া যাবে না, যাতে জটিলতা বাড়বে ইত্যাদি।

বিনিয়োগের লক্ষ্য বা অর্জন কি কি?

বিনিয়োগ বা ইছতিমছার (الاستمثار) বললেই এর সাথে যুক্ত হয় মূলধন মজবুতকরণ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন ম্যাকানিজম। এক কথায় যাকাত প্রথাকে কার্যকরী যাকাত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা। এটাই মূলতঃ ইছতিমছারের অর্থ, যাতে কোন কিছুর

উন্নয়ন করা যায়, প্রবৃদ্ধি সাধন করা যায়। একটি ছামার (ফলের) ব্যবহার যেমন বহুমুখী হয়ে থাকে, তেমনি যাকাতের অর্থটাও বিভিন্নমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একে প্রবৃদ্ধি সাধন করা যায়। অতএব, যাকাত বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে যাকাত প্রাপককে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজের সম্মানিত নাগরিকের পর্যায়ে নিয়ে আসা, যাতে তিনিও এক সময় যাকাত দাতার গুণাবলী অর্জন করতে পারেন। সামগ্রিকভাবে সমস্ত জনগণকে আর্থিক সচ্ছলতার আওতায় এনে যাকাত বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়। চূড়ান্তভাবে পুরো জনগোষ্ঠীকে ইসলামের ছায়াতলে এনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সকলকে সম্পৃক্ত করা যায়।

বিনিয়োগের নীতিমালা

যেহেতু বিনিয়োগ ছাড়া সম্পদ বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং যাকাত প্রদত্ত বা যাকাত প্রাপ্ত সম্পদ না বাড়ালে বা বাড়তে না দিলে দারিদ্রতা সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান কোনভাবে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে Immediate Consumptive Formula থেকে বেরিয়ে এসে Productive and Effective Zakat Management Formula তে আসতেই হবে। তা না হলে আজীবন পরনির্ভরশীলতা থেকে দরিদ্র ও অভাবীদেরকে অভাবমুক্ত করা সম্ভব হবে না। তবে বিনিয়োগের বিষয়টির সাথে যে জটিলতা রয়েছে যাকাত প্রাপ্ত সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে তা এ নিবন্ধে বর্ণিত আল কুরআন, আস সুন্নাহ, কিয়াস এবং মাছালিহ ওয়া মুরছাল (Public Interest) প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য। বিনিয়োগের অনুমতির জন্য যাকাত প্রাপকদের সম্মতি প্রাপ্তির শর্তেই তাদের যাকাত-মানি হস্তান্তর করা যেতে পারে। আর তা হবে বৃহত্তর স্বার্থে। যেহেতু বিনিয়োগই অর্থ প্রবৃদ্ধির মাধ্যম, যেহেতু আর্থিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া দরিদ্রতা দূরীকরণ সম্ভব নয় সেহেতু মাকাসিদ আল শারী'আ বা ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত ফর্মুলার ভিত্তিতে যাকাত-মানি বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

বিনিয়োগ ছাড়া সম্পদ বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং যাকাত প্রদত্ত বা যাকাত প্রাপ্ত সম্পদ না বাড়ালে বা বাড়তে না দিলে দারিদ্রতা সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান কোনভাবে সম্ভব নয়।

১. বিশ হাজার বা তদুর্ধ পরিমাণ যাকাত গ্রহীতাদের তাদের সম্মতিতে ৬০ শতাংশ প্রাপ্ত যাকাত মানি তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, আর বাকি চল্লিশ শতাংশ তাদের সম্মতিতে বিনিয়োগের জন্য প্রাপক কর্তৃক তা হস্তান্তরিত হবে। লিখিত চুক্তির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ফরমে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২. বিনিয়োগে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিনিয়োগকারী বা শেয়ার হোল্ডার হতে পারে ৫০ জনের একটি গ্রুপ আর ১০০ জনের একটি গ্রুপ।

৩. বিনিয়োগ হবে লাভ-লস এর ভিত্তিতে (Risk and Gain Policy)। এতে সমস্যা হওয়ার কথা নয় যেহেতু অর্থের মালিকেরাই হচ্ছেন বিনিয়োগকারী।

৪. যে ৪০ শতাংশ যাকাত-মানি বিনিয়োগকারী হবে (be invested money) এর সমপরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ হিসেবে পেয়ে যাওয়ার পর যাকাত বিনিয়োগকারীদের যাকাত-বান্ধব পুঁজির উপর আর কোন দাবি থাকা যাবে না। এজন্য যে, এই পরিমাণ টাকাটাই তার মূলপুঁজি (বিনাশ্রমে প্রাপ্ত)। এই অবস্থায় উক্ত বিনিয়োগকারী শেয়ার বা চলমান অর্থ যাকাতমুক্ত শেয়ার হিসেবে গণ্য হতে পারে, যার উপর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এর উপর যাকাত নির্ধারণও হতে পারে।

৫. ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনা পর্ষদে যারা থাকবেন, তারা সর্বজন পরিচিত ও স্বীকৃত ইসলামী ব্যক্তিত্ব হবেন। এ পরিচালনা পর্ষদের যাকাত বিনিয়োগকারীদের সংখ্যানুপাতে Accommodation করতে হবে। (It is to make check balance). সর্বোপরি ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত সবাই 'আমিলীন (عاملين) এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

৬. বিনিয়োগে সফলতা লাভ করলে বিনিয়োগকারীদের এবং পরিচালনা পর্ষদের সমন্বয়ে বৃহতাকারের কোম্পানী সৃষ্টি হতে পারে। এ কোম্পানি ততদিন পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্রতা বিমোচনে ব্যয় করবেন, যতদিন বিভিন্ন বিনিয়োগকারীগণ তাদের যাকাতপ্রাপ্ত অংশ লভ্যাংশ হিসেবে গ্রহণ করতে থাকবে।

৭. যাকাত বিনিয়োগের কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতের ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এ দান নগদ প্রদানসহ দরিদ্রদের কল্যাণে নিয়োজিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান কর্মে নিয়োজিত হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাকাত প্রাপকদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ, বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮. প্রাথমিকভাবে এ বিনিয়োগ হতে পারে খামারে পশুপালন, মাছ চাষ, যাত্রী পরিবহণ বা মালামাল পরিবহণযোগ্য যানবাহন পরিচালনার ক্ষেত্রে, দেশ বা বিদেশী কর্মসংস্থান জোগাড়ের ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে প্রভৃতি।

৯. এ বিনিয়োগ হতে পারে চলমান কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে অথবা নতুন কোন প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে, এমনকি ইসলামী ব্যাংকের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ (Fixed Deposit) করণের মাধ্যম।

১০. যেহেতু কাজটি মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কাজ, যেহেতু রাষ্ট্র ইসলামী নয় সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে বা যারা চূড়ান্তভাবে সক্রিয়, এমন একটা বডি বা ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সার্বিক কাজটি আনজাম দেওয়া প্রয়োজন, যে বডিটি parent body হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপসংহার

ইসলাম-ই একমাত্র জীবন দর্শন (Complete Code or Philosophy of life)। এ দর্শনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানব কল্যাণ। ইসলাম আধুনিক এবং উন্নয়নশীল জীবন দর্শন (Ever recent and ever progressive)। এই আধুনিকতার অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে মৌলিক দর্শন ও নীতিকে বর্জন করা বরং এর অর্থ হতে পারে সময়ের ব্যবধানে ইসলামের বিভিন্ন কর্মকে শরীয়ার নিয়ন্ত্রণের মধ্য থেকেই এতে মানব কল্যাণে নতুন বা নব পন্থা নির্ণয় করা। যাকাত হতে পারে এর একটি বিষয়বস্তু। যাকাত আদায় ও বন্টন একটি বাধ্যতামূলক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কাজ। যেহেতু রাষ্ট্র ইসলামী নয়, অতএব, মুসলিম জনতাকেই এ কাজটি করতে হবে। অতএব, সকল তদারকির কাজটি বেসরকারিভাবে "প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটিকেই" করতে হবে। এ নিবন্ধনটি মূলতঃ যাকাত ব্যবস্থাপনা নিয়েই লিখিত। এতে যাকাত-মানিকে যাকাত প্রাপকদের কল্যাণ সাধনে একে প্রবৃদ্ধি সাধন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ (Investment) করার পক্ষ্যেই যুক্তি ও তত্ত্ব-তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের এই দুষ্কর্ম থেকে হেদায়েত করুন এবং যাকাত-মানি বিনিয়োগের কাজে সহযোগী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া। সাবেক ডীন ও চেয়ারম্যান, আইন অনুষদ, আশা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

তথ্য নির্দেশিকা:

Journal

1. International Journal of Zakat, Vol. 7(2) 2022

Articles

1. Fatwa on Zakat in Malaysia, Trends & Issue. 2021
2. Corporate Social System Responsibility - Waqaf System and Zakat System
3. Missing Link of Zakat Management (2011)
4. Social Capital through Investment - Stimulate the Effectiveness of Zakat Activities.
5. Investment of Zakat Fund in Malaysia
6. Zakat Investment in Shari`ah
7. An Integrated Islamic Poverty Alleviation Model Through Zakat (2013)
8. Zakat and Social Safety. Applied in Less-developed Rural District in Pakistan (2017)
9. Tamlik- Proper to Quran-Tamlik: Unconstitutional Cash Transfer of Zakat Money-Empowering the Poor (2021).

৩৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

আল্লাহর পথে সম্পদ দান

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন

[শেষাংশ]

১০. দান মানে সম্পদ বেড়ে যাওয়া

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন।"[১]

এখানে সুদের অভ্যন্তরীণ ক্ষতিসমূহ এবং সাদাকাহর বরকতসমূহের ইংগিত রয়েছে। সুদ বাহ্যিকভাবে দেখতে বৃদ্ধিশীল লাগলেও অভ্যন্তরীণভাবে অথবা পরিণামের দিক দিয়ে সুদের অর্থ ধ্বংস ও বিনাশেরই হয়। আর এ কথা যে অতি বাস্তব তা ইউরোপের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন।

মানুষের নিজের সম্পদ কতটুকু?

মানুষের স্বাভাবিক সাইকোলজি হল, পৃথিবীতে বৈধ পথে হোক কিংবা অবৈধ পথে হোক, সম্পদের একটা অংশ নিজের বা উত্তরসূরীদের নামে রেখে যেতে চায়। অথচ যে সম্পদ সে জমা করার নিমিত্তে উপার্জন করে তার সিংহভাগ অংশ বা কোনো অংশই হয়ত ভোগই করার সুযোগ হয় না। অবাক করা ঘটনা হলো, যে সম্পদই আমরা দুনিয়াতে রেখে যাই না কেন, তার ভোগ দখল করে উত্তরসূরীরা অথচ এই সম্পদের আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে যিনি রেখে গেছেন তাকেই।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, সম্পদের যে অংশ উত্তরসূরীরা ভোগ করে তা বৈধ-অবৈধ যে কোনো পথে খরচ হতে পারে। কিন্তু মানবতার কল্যাণে দান করা সম্পদ সর্বদাই নেক 'আমল হিসেবে সাওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে জমা হতে থাকে যতদিন দানের প্রভাব পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে নিজের সম্পদ কতটুকু তা একটি হাদীসের ভাষ্যেই পরিস্কার করা হয়ে গেছে।

রাসূল (সা) বলেন, 'আদম সন্তানেরা বলে আমার সম্পদ! আমার সম্পদ!! অথচ তিনটি ক্ষেত্রে শুধু ব্যবহৃত সম্পদই তার। ১. যা খেয়ে শেষ করেছে, ২. যা পরিধান করে নষ্ট করেছে এবং ৩. যা দান করে জমা করেছে। আর অবশিষ্ট সম্পদ সে ছেড়ে যাবে, মানুষ তা নিয়ে যাবে'।[২]

সম্পদ ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তা কাজে লাগানো না করার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসূল (সা) তাবৎ দুনিয়ার মানুষকে চার ভাগে ভাগ করে আবু কাবাশা

---

১. সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৭৬।

২. সহীহ মুসলিম-৭৩১০।

আনসারী (রহ) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে বলেছেন,

১. আল্লাহ যে বান্দাকে সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ আয় ও ব্যয় করার ক্ষেত্রে প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং আল্লাহর অধিকার স্বীকার করে। এটাই সর্বোত্তম স্তর।

২. যে বান্দাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। তবে তার নিয়ত পরিশুদ্ধ। ফলে সে বলে, যদি আমার সম্পদ থাকত তবে আমি অমুক কাজ করতাম। তাকে তার নিয়ত অনুসারে সাওয়াব দেওয়া হবে। প্রতিদান লাভে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ দান-সাদাকা ও আর্থিক 'ইবাদত করতে না পারলেও আল্লাহ তাকে সাওয়াব দিয়ে দেবেন।

৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন; কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। ফলে সে জ্ঞানহীন অবস্থায় সম্পদ ব্যয় করে। সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং তাতে আল্লাহর অধিকার আছে তাও সে জানে না। এই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

৪. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞানও দেননি এবং সম্পদও দেননি। সে বলে, আমার সম্পদ থাকলে আমি অমুক ব্যক্তির তথা তৃতীয়জনের মতো (পাপ কাজ) করতাম। সে তার নিয়ত অনুসারে প্রতিদান পাবে এবং তাদের উভয়ের পরিণতি একই রকম হবে। অর্থাৎ মন্দ কাজ না করেও সে পাপের ভাগীদার হবে।[৩]

ইসলামে দানের বিভিন্ন রূপ ও ধরণ রয়েছেঃ

জীবিতাবস্থায় একজন ব্যক্তি অন্তত ছয়টি জিনিষ মানব জাতিকে দান করতে পারে। এগুলো হলো জ্ঞান ও চিন্তা গবেষণা দান, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দান, উত্তম চরিত্র ও জীবনাদর্শ দান, উত্তম বংশধারা বা সন্তান-সন্ততি দান, উত্তম স্বাস্থ্য এবং জীবন দান এবং সময়দান। প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় চাইলেই পৃথিবীবাসীকে এই ছয়টি অথবা যে কোনো একটি বিভিন্নভাবে দানে কাজে লাগাতে পারে।

উপরোক্ত সব দানই মানুষ দুনিয়াতে দুই ভাবে করতে পারে।

প্রথমত, লোক দেখানো দান

দ্বিতীয়ত, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান

স্থাবর (জমি-জমা ইত্যাদি) এবং অস্থাবর (টাকা-পয়সা, সোনা রূপা ইত্যাদি) সম্পদ দানও এই দুই রকম হতে পারে।

১. লোক দেখানো বা দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের দানঃ

ইসলামী পরিভাষায় সাদাকাকে 'বিনিময়ে কোনো কিছু না চেয়ে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে কাউকে কিছু দেওয়াকে বোঝানো হয়।' যেহেতু আল্লাহর পথে

---

৩. তিরমিযী, হাদিস : ২৩২৫; ইবন মাজাহ, হাদিস : ৪২২৮।

দানের প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতে দিবেন প্রতিশ্রুতি আছে, সেহেতু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জীবন দর্শনে কোনো দানই অফেরতযোগ্য নয়। এখানে সেই দানকেই অফেরতযোগ্য বলা হয়েছে, যে দান কেবলমাত্র লোক দেখানোর জন্য এবং পার্থিব জীবনকে সামনে রেখে নিজের ভবিষ্যত স্বার্থ বিবেচনা করে করা হয়। লোক দেখানো যে কোনো ধরনের দান আল্লাহর কাছে দান হসাবে গৃহীত হয় না। ফলে এ ধরনের দানে দুনিয়াতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিয়ে থাকলেও আখেরাতে আল্লাহ কোনো প্রতিদান দেবেন না।

আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰي كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَه رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُه كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَه وَابِلٌ فَتَرَكَه صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰي شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোনো কিছু পাবার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।"[৪]

২. আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দানঃ

ইসলামে এ ধরনের দানকে আল্লাহ 'কর্যে হাসানা' নামে অভিহিত করেছেন। এ ধরনের কর্যে হাসানা আবার দুই রকম হতে পারে।

(ক) দুনিয়াতে বিপদাপদে মানুষ একজন আরেকজনেকে যে ঋণ আদান-প্রদান করে থাকে। এ ধরনের কর্যে হাসানা যা অর্থ বা বস্তুগত যে কোনো ধরনের সম্পদ হতে পারে এবং যা প্রকৃতপক্ষেই ফেরতযোগ্য। এই দুনিয়াতে কোনো একজন দয়ালু ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে বিপদগ্রস্ত ও সাহায্যপ্রার্থী অন্য একজন ব্যক্তিকে সাময়িক সময়ের জন্য কোনো লাভ ছাড়াই ফেরতযোগ্য টাকা বা অন্য কোনো সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করাকে বলে কর্যে হাসানা। এই কর্যে হাসানা মানে আল্লাহর কাছে উত্তম ঋণ। কর্যে হাসানা দুনিয়াতে কোনো রকম লাভ ছাড়াই ফেরতযোগ্য দান। কিন্তু আল্লাহ মানুষের এই পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দানের পুরস্কার আখেরাতে দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি আছে। এ জন্য এ ধরনের দানকে আল্লাহর পথে ফেরত যোগ্য দানও বলা যায়।

(খ) আল্লাহর পথে অর্থ ও সব ধরনের সম্পদ দান। ইসলামী পরিভাষায় এ ধরনের

---

৪. সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৬৪।

দানকে বলে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ'।

আল্লাহর পথে এই দানের বৈশিষ্ট্য : দুনিয়ার বিশ্বাসী মানুষেরা কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে অফেরতযোগ্য হিসেবেই এই দান করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ এই দান স্বয়ং মানুষের কাছে চেয়ে নেন কর্যে হাসানা হিসেবে বহুগুণে ফেরত দেবার জন্য। দুনিয়াতে দান ব্যবসা হিসেবে গণ্য না হলেও আল্লাহ মানুষের যে কোনো দানকে ব্যবসায়িক পণ্যের মত গ্রহণ করেন। দুনিয়ার ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান এই দুটির যে কোনো একটির সম্ভাবনা থাকলেও আল্লাহর কাছ থেকে শুধু লাভসহ বহুগুণে ফেরত পাওয়ার শতভাগ প্রতিশ্রুতি আছে।

নিছক আল্লাহর পথে দানকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ফরয বা আবশ্যিক দান: যাকাত এবং উশর

(খ) নফল বা ঐচ্ছিক দান।

যাকাত ও উশর- এই দুই ধরনের আবশ্যিক দানের আদেশ দুইভাবে পালিত হয়।

যাকাত দিতে হয় বছরে একবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট হারে বা পশুর নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর।

আর উশর আদায় করতে হয় ফল, সবজি বা ফসল তোলার দিনে পাঁচের এক, দশের এক বা বিশের এক হারে ।

যাকাতের আটটি খাতে খরচের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"নিশ্চয়ই সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[৫]

উশরের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُه وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِه اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচায় তোলা হয় আর কিছু তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, যায়তুন ও আনার যার

৫. সূরা আত তাওবাহ, ৯ : ৬০।

কিছু দেখতে একরকম, আর কিছু ভিন্ন রকম। তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক (উশর) দিয়ে দাও। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।"[৬]

এখানে مَعْرُوْشَاتٍ এর মূল ধাতু হল, عَرْشٌ যার অর্থ, উঁচু করা ও উঠানো। আর معروشات থেকে এখানে বুঝানো হয়েছে কোনো কোনো গাছের লতাগুলোকে, যেগুলোকে মাচান ইত্যাদির উপরে চড়ানো হয়। যেমন, আঙ্গুর এবং কোনো কোনো সবজি গাছের লতা। আর غير معروشات হল এমন লতাগাছ, যা মাচান ইত্যাদির উপরে চড়ানো হয় না, বরং তা জমির উপরেই বাড়তে থাকে। যেমন, তরমুজ, শসা ইত্যাদি গাছ। অথবা সেই সব বড় গাছ, যা লতা আকারে হয় না এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকে, যেমন আম, জাম, কাঠাল, লিচু ইত্যাদি ধরনের ফলবান গাছ।

আল্লাহর পথে ঐচ্ছিক দানের কোনো নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা নাই। আল্লাহর পথের খরচ আবার ব্যক্তিগতভাবে দান এবং প্রাতিষ্ঠানিক দান- এই দুই রকমই হতে পারে। ব্যক্তিগত দান যা অস্থায়ী এবং সাময়িক সুবিধাপ্রাপ্তির দান, আরেকটি হল প্রাতিষ্ঠানিক দান যা স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী। যেমন ছদকায়ে জারিয়া যার সাওয়াব কিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকে।

সব ধরনের দানকে আল্লাহ কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ হিসেবেই গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।"[৭]

'উত্তম ঋণ' প্রদান করার অর্থ আল্লাহর পথে এবং জিহাদে মাল ব্যয় করা। অর্থাৎ জানের মত মালের কুরবানী দিতেও দ্বিধা করো না।

আল্লাহ মানুষের যে কোনো ধরনের আল্লাহর পথের দানকে বান্দাহর কাছ থেকে দান হিসেবে না নিয়ে বরং কর্যে হাসানা হিসেবেই নিয়ে ব্যবসার মতো করে এর প্রতিপালন করেন বান্দাহকে এর প্রতিদান বহুগুণে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। অথচ দুনিয়ায় দানে বাহ্যত সম্পদের মালিকানা অন্যের হাতে চলে যায় আর ব্যবসায়ে বিনিয়োগে তা বাড়ে কিংবা কমে। সে কারণে আল্লাহর পথে দান আল্লাহ ঘোষিত এমন এক ধরনের ব্যবসা যার লোকসানের কোনো সম্ভাবনা তো নাই-ই বরং দুনিয়া কিংবা আখেরাতে তা বহুগুণ লাভসহ ফেরতযোগ্য। দান আল্লাহ বান্দাহর কাছ থেকে করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ

---

৬. সূরা আনআম, ৬ : ১৪১।
৭. সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৪৫।

হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন এবং তা প্রতিপালন করে বহুগুণে বৃদ্ধি করে পূনরায় সে বান্দাহকেই ফিরিয়ে দেন।

৩. ইসলামে প্রত্যেকটি ভাল কাজই সাদাকাহ বা দান

পবিত্র কুরআনের মতে যে কোনো সাদাকা বস্তুগত আকারে দান করা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন কারো জন্য সময় দান, জ্ঞান দান এবং এমনকি কারো সাথে হাসিখুশী কথা বলা এবং ভাল ব্যবহার করাও দানের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে যে কোনো নেক 'আমলই দান।

হুযাইফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, "প্রতিটি ভাল কাজই সাদাকা বা দান হিসেবে গণ্য হয়।"[৮]

আবু সাঈদ ইবন আবু দারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদাকাহ রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল: তা করার সাম্যর্থ তার না থাকলে সে কি করবে? তবে সে স্বহস্তে কাজ করে উপার্জন করবে এবং এ দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাবে আর সাদাকাও করবে। পূনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, এতেও সক্ষম না হলে কি করবে? তিনি বললেন, যেসব মুখাপেক্ষি ও ঠেকায় পড়া মানুষ অনুশোচনা করছে, তাদের সাহায্য করবে। এরপর জিজ্ঞাসা করা হল, এটাও যদি করতে না পারে তবে? তিনি বললেন, সে ভাল কাজের আদেশ করবে। আবার বললেন, যদি এও না পারে? তিনি বললেন: তবে সে নিজে অন্যায় কাজ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকবে। কেননা, এটিও সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।"[৯]

৪. অগ্রাধিকারমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দান:

ব্যক্তিগত দানের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত চারটি স্তর আছে।

প্রথম স্তর- নিজ এবং নিজের পরিবার, দ্বিতীয় স্তর- নিজ আত্মীয়স্বজন, তৃতীয় স্তর- পাড়া প্রতিবেশী, চতুর্থ স্তর- সাধারণ মানুষ।

মানুষ যেহেতু মরণশীল এবং নিজের মৃত্যুর পর মানব সমাজের পুরো অংশই দুনিয়ায় থেকে যায়, সেহেতু পরবর্তীদের কল্যাণে যা কিছু রেখে যায় তাই উত্তম এবং চিরস্থায়ী। সবচেয়ে উত্তম এবং চিরস্থায়ী দান হল ছদকায়ে জারিয়া।

সাদাকায়ে জারিয়া স্থায়ী ও অবিনিময়যোগ্য দান। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সামাজিক, সামষ্টিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরোপকার। পরোপকার সাধারণত দু'ভাবে করা যায় : ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু করলে বৃহত্তরভাবে পরোপকার করা যায়। যেমন কেউ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করল আর কেউ শুধু একজন রোগীকে সেবা দিল। এক্ষেত্রে হাসপাতালের মাধ্যমে এরকম বহু রোগীর সেবা করা সম্ভব।

---

৮. সহীহ মুসলীম, হাদীস নং-২২০৬।

৯. সহীহ আল বুখারী, ১৩৫৪; সহীহ মুসলীম হাদীস নং-২২১১।

৫. অন্যায্যভাবে একটি খারাপ কাজ করার পরিবর্তে ন্যায্যভাবে ঐ কাজটি করলেও তা দান বা সাদাকাহ হিসেবে গণ্য

আবুযার গিফারী কর্তৃক বর্ণিত। "আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সাদাকাহ। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর এতেও তার সাওয়াব হবে? তিনি বলেন, তোমরা বল দেখি, তোমাদের কেউ তা হারাম বা জিনার কাজে ব্যবহার করলে তা কি গুনাহ হত না? অনুরূপভাবে যখন সে তা হালালভাবে ব্যবহার করে তাতে তার সাওয়াবই প্রাপ্ত হবে।"[১০]

আলী (রা) বলেন, "পূণ্য অর্জনের চেয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা শ্রেয়তর।" অতএব, প্রতিটি ভাল কাজ যেমন একটি সাদাকাহ, তেমনিভাবে প্রতিটি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা আরো বেশী সাদাকাহ।

এই হাদীসের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মানুষ দুনিয়াতে ভাল কাজ করার চাইতে যদি অন্যায় ও ফাহেসাত কাজ থেকে দূরে থাকে তাহলে তার সাওয়াব অনেক বেশী। আর বেশী সাওয়াব মানে বেশী দান।

প্রথমত: নিজে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয়ত: অন্যকে খারাপ কাজে সহযোগিতা না করা, তৃতীয়ত: হালাল আয়ে নিজের ও পরিবারের অভাব পূরণ করা, চতুর্থত: হালাল আয়ের একটি অংশ মানুষের কল্যাণে দান করা। এ জন্যই আলী (রা) বলেন, "পূণ্য অর্জনের চেয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা শ্রেয়তর।" অতএব, প্রতিটি ভাল কাজ যেমন একটি সাদাকাহ, তেমনিভাবে প্রতিটি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা আরো বেশী সাদাকাহ।

৬. যে দানে বেশী সাওয়াব সে দানে অংশ গ্রহণ:

দুনিয়াতে আমরা যারা চাকুরী করি তাদেরকে মালিকপক্ষ উৎসাহিত করার জন্য চাকুরীর ভাল পারংগমতার জন্য বিশেষ পুরস্কারের বিধান আছে। তেমনিভাবে কোরআনের মতে সব সময়ের সব সাদাকা বা নেক 'আমলের প্রতিদান এক রকম নয়। স্থান কাল পাত্র ভেদে নেক 'আমলের প্রতিদানের ভিন্নতা আছে। যেমন প্রকাশ্য দানের পরিবর্তে গোপন দানের অধিকতর সাওয়াব, রমযান মাসের একটি নফল 'ইবাদত অন্য মাসের ফরজ 'ইবাদতের সমান সাওয়াব, বছরের বিশেষ দিনে সিয়ামের সাওয়াব অন্য দিনের চাইতে বেশী, যৌবন বয়সের 'ইবাদত বৃদ্ধ বয়সের 'ইবাদতের চেয়ে বেশী মূল্যবান। শবে ক্বদরের রাতের 'ইবাদত, হাজার বছরের 'ইবাদতের চেয়ে উত্তম। দারিদ্রাবস্থায়

১০. সহীহ মুসলীম, হাদীস নং-২২০৭।

দান ধনী হবার পরের দানের প্রতিদান এক রকম নয়।

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি রাসূল (সা)এর কাছে জানতে চাইল, কোনো দানে বেশী পূণ্য? রাসূল (সা) বললেন, তোমার অর্থের প্রয়োজন থাকা কালে সুস্থ অবস্থায় তোমার সাদাকা করা, যখন তুমি দারীদ্রের ভয় কর, ধনী হবার আশাও পোষণ কর এবং দীর্ঘায়ু কামনা কর? এমন অবস্থায় যে দান করবে।"[১১]

তেমনিভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কষ্টের মধ্যে আল্লাহর পথে যে কোনো ত্যাগ বা দানের মর্যাদা, ইসলাম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে আল্লাহর পথে অনেক বেশী দানের চাইতেই বেশী সাওয়াবের কাজ।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকারতো আল্লাহরই? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।"[১২]

৭. প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষাসূলভ দান: এই ধরনের দান হল একজনকে দান করতে দেখে আরেকজনের দানে উৎসাহী হওয়া দান।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল (সা) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে ঈর্ষা করা সিদ্ধ নয়। একজন ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার মনোবলও প্রদান করেছেন। অন্যজন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন এবং সে তা দ্বারা সঠিক ফায়সালা করে ও লোকদেরকে তা শিক্ষা দেয়।"[১৩]

৮. প্রিয় ও উত্তম বস্তু দান

যে দান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যে দান হয় আল্লাহ কর্যে হাসানা হিসেবে বান্দাহর কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকে সে দান হতে হবে বান্দাহর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুর।

আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

---

১১. সহীহ আল বুখারী-১৩৩০; সহীহ মুসলীম-২২৪৩।

১২. সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১০।

১৩. সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-১৩২০।

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে।"[১৪]

৯. উত্তম জীবনাদর্শ দানঃ

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটা ঠিক করা যে কোনো আদর্শের ভিত্তিতে তার জীবন পরিচালিত হবে। কারণ মানুষ তার জীবনকে সেই দিকেই পরিচালিত করে যে আইডিওলজির উপর তার বিশ্বাস থাকে। সে কারণে আল্লাহর রাসূল (সা) ইসলাম নামক যে সর্বোত্তম জীবনাদর্শ দান করে গেছেন তা মানবজাতির জন্য আল্লাহর নিকট থেকে আসা সবচেয়ে বড় দান। কাজেই একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ট এবং উৎকৃষ্ট ছদকায়ে জারিয়া হল কাউকে এই উত্তম জীবনাদর্শের অনুসারী করা।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

"হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি।"[১৫]

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًي وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[১৬]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন দিয়ে কুরআন পাঠ করবে এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, কুরআন তার জন্য উপদেশ।

এ জন্যই উত্তম জীবনাদর্শের দিকে পথে সুন্দর বাচনে আহবান করাকে মহান আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম কথা হিসেবে অবহিত করেছেন।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ.

"ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রতুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে।"[১৭]

১০. মালিকানা ঠিক রেখে স্থায়ী সম্পদ থেকে উৎপাদিত পণ্যের সবটুকু বা আংশিক আল্লাহর পথে ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে দান।

---

১৪. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২।
১৫. সূরা আন নিসা, ৪ : ১৭৪।
১৬. সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭।
১৭. হা-মীম সিজদা, ৪১ : ৩৩-৩৪।

ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খায়বরে এক খন্ড জমি পেলেন, তিনি নাবী করীম (সা) এর কাছে পরামর্শ চেয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খায়বরে এমন একটি সম্পত্তি পেয়েছি যে, এত উত্তম সম্পত্তি আমি আর কখনো অর্জন করিনি। এখন আপনি এ ব্যাপারে কি করতে বলেন? তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি তোমার মালিকানায় রেখে দিয়ে তার উৎপাদিত দ্রব্য দান করতে পার। অত:পর 'উমার তাই করলেন। মূল সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, এবং তার কোনো ওয়ারিসও হবে না। তার উৎপাদিত শস্য দান করা হবে দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, দাস মুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফিরদের জন্য এবং মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য। যে তার মুতাওয়াল্লী হবে, সে তা থেকে ন্যাসয়সংগতভাবে আহার করতে পারবে এবং বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে পারবে কিন্তু জমা করতে পারবে না।[১৮]

রাসূল (সা) বলেছেন, দুটি জিনিস মানুষের উন্নতির উপকরণ। একটি 'উত্তম সন্তান', অন্যটি সাদকায়ে জারিয়া।

১১. যে কেউ চাইলে নিজস্ব পুরো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি (যে ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোনো ওয়ারিস থাকে না) বা তিনভাগের একভাগ (মৃতের ওয়ারিস থাকলে) ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করতে পারেন।

এই ধরনের দান ব্যক্তির সম্পদ দান জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পর ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে কার্যকর হয়। তবে এই সমস্ত দান ট্রাস্টের মাধ্যমেই বেশী কার্যকর হয়।

ইসলাম মানবতার কল্যাণে দানকে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সর্বদাই উৎসাহিত করে আসছে। সেটা হল উত্তরাধিকাররা পাবে এমন সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকার ছাড়া অন্য কোথাও দ্বীন বা মানবতার কাজে দান করা।

সা'দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! রোগের কারণে আমার কি অবস্থা হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি, অথচ একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া আমার কোনো উত্তরাধিকারী নেই। সুতরাং আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি কি? তিনি বললেন, না। তাহলে কি অর্ধেক মাল সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। বরং তিনভাগের একভাগ এবং তাও বেশী।[১৯]

১২. মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কিয়ামাত পর্যন্ত সাদাকায়ে জারিয়া নামক নেক 'আমল ধরনের দান:

আবু হুরাইরা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূল (রা) বলেছেন, যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন তিন প্রকার 'আমল ব্যতীত সকল 'আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২.

---

১৮. ইবনে মাজাহ-২৩৯৬।

১৯. সহীহ মুসলীম-৪০৪৭।

এমন ইলম যার দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়, ৩. নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

দুনিয়াতে নেক সন্তান রেখে যাওয়াকে 'জীবন্ত সম্পদ' দানের সাথে তুলনা করা যায়। রাসূল (সা) ইন্তিকালের সময় ফাতেমার (রা) মত সন্তান, লক্ষ কোটি মুসলিম এবং জীবনাদর্শ কুরআন ও সুন্নাহ রেখে গেছেন এবং কুরআন আর সুন্নাহই ছিল তাঁর ওসিয়ত।

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) কোনো দীনার, দিরহাম, বকরী বা উট রেখে যাননি, ফলে কোনো কিছু সম্পদের ওসিয়তও করেননি।"[২০]

সুতরাং যে কেউ চাইলে রাসূলের (সা) জীবন অনুসরণ করে মৃত্যুর পরেও দুনিয়ার জীবিত মানুষদের মতই কবরে শায়িত হয়ে অসংখ্য নেক 'আমল দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

তবে একথা আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার যে, মৃত্যুর সময় যখন উত্তরাধিকারীদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন ওসিয়ত করে উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট করা উচিৎ নয়। যা কিছু করতে হবে, তা করতে হবে সুস্থাবস্থায়।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোনো ধরনের সাদাকাহ উত্তম? রাসূল (সা) বললেন, সুস্থাবস্থায় সাদাকাহ করবে, যখন তুমি আরো জীবিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করছ এবং পরমুখাপেক্ষি হবার আশংকাও করছ। তুমি সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে না যে, তোমার জান তোমার কণ্ঠনালীর কাছে এসে পৌছুবে এবং সে সময় তুমি বলবে, এত পরিমাণ অমুক ব্যক্তির জন্য এবং অমুক ব্যক্তির জন্য এত, যখন সে মালে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।"[২১]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি তার জীবিতাবস্থায় এক দিরহাম পরিমাণ দান করা, তার মৃত্যুর সময় একশত দিরহাম দান করার চেয়ে উত্তম।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি তার জীবিতাবস্থায় এক দিরহাম পরিমাণ দান করা, তার মৃত্যুর সময় একশত দিরহাম দান করার চেয়ে উত্তম।"[২২]

---

২০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪০৯৪।
২১. আবু দাউদ-২৮৫৫।
২২. আবু দাউদ-২৮৫৬।

১৩. আল্লাহর পথে জীবন দান।

ইহকালে আল্লাহর প্রতি মানুষের সর্বশ্রেষ্ট দান হল আল্লাহর পথে জীবন দান। যে মানুষকে আল্লাহ সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন, তিনিও তার এ স্বাস্থ্য আল্লাহর পথে দান করতে পারেন। এ জন্যই ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর পথে শহীদ হবার প্রতিদান হল বিনা হিসাবে জান্নাত।

এখানে বিনা হিসাবে জান্নাত মানে এই নয় যে শহীদের যদি ঋণ থাকে আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন। কারণ ঋণ হলো বান্দাহর হক। বান্দাহ মাফ না করলে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ মাফ করেন না। কিন্তু বিশেষ কয়েকটা ব্যাপারে আল্লাহ নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিয়ামাতের দিন বান্দার ঋণ নিজে পরিশোধ করে দিবেন। তার মধ্যে একটি হলো শহীদের ঋণ। আল্লাহর পথে শহীদের ঋণ আল্লাহ নিজে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। লক্ষ লক্ষ শহীদ সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মানবজাতির জন্য আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আমাদের অন্তরে বিরাজমান।

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে কিয়ামাতের দিন তার থেকে ঋণের বদলা আদায় করা হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা, প্রথমত: ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে ঋণ করে, তার দ্বারা সে আল্লাহর শত্রু এবং নিজের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। দ্বিতীয়ত: ঐ ব্যক্তি যার নিকট কোনো এক মুসলিম ইন্তেকাল করে, তাকে দাফন-কাফন দেয়ার জন্য সে ঋণ করে। তৃতীয়ত: ঐ ব্যক্তি যে দারিদ্রের কারণে অবিবাহিত থাকতে আল্লাহকে ভয় পায়। তাই সে ঋণ করে বিবাহ করে, দ্বীনের উপর কোনো দুর্ঘটনার আশংকায় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন এদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিবেন।"[২৩]

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়।"[২৪]

শহীদদের এ জীবন অবশ্যই প্রকৃত অর্থেই বুঝানো হয়েছে, রূপকার্থে নয়। কিন্তু এ জীবনের সঠিক ধারণা দুনিয়াবাসীর অনেকেরই জানা নেই।

১৪. আল্লাহর পথে সময় দান

যার টাকা আছে তিনি চাইলে আল্লাহর পথে খরচ করতে পারে। কিন্তু যার অর্থ সম্পদ নেই তিনি সুস্থ শরীর আর জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর পথে সময় দান করতে পারে।

১৫. আল্লাহর ক্রোধ কমানো এবং মন্দ মৃত্যু ঠেকানোর জন্য দান

---

২৩. ইবনে মাজাহ-২৪৩৫।

২৪. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৯।

"নিশ্চয়ই দান আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যু ঠেকিয়ে দেয়।"[২৫]

হাদীসে কুদসীতে আছে,

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি খরচ কর, তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে।"[২৬]

১৬. আল্লাহর পথে জ্ঞান দান

হুযাইফা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত। "প্রতিটি ভাল কাজ যেমন সুন্দর ভাষা, উত্তম ব্যবহার এবং হাসি ইত্যাদি সাদাকা হিসেবে বিবেচিত। তবে সাদকার সর্বোত্তম রূপটি হল 'জ্ঞান দান করা'।"

ইসলামে দানের বা সৎ কর্মফলের প্রতিটা প্রতিদান কিভাবে দেওয়া হয়

ইসলামে সব নেক 'আমলেরই প্রতিদান আছে, তা দুনিয়া কিংবা আখেরাতে বা উভয়স্থানে। কিন্তু সব সময়ের সব নেক 'আমলের প্রতিদান একরকম নয়।

ইসলামে প্রতিটি দান, সৎ কর্ম বা অসৎ কর্মের প্রতিদান আছে। সে প্রতিদান আল্লাহ দুনিয়াতে বিভিন্নভাবে (আয়ে বরকত দিয়ে দিয়ে থাকলেও পরকালে হবে কেবল মাত্র নেক 'আমল বা বদ 'আমল আকারে। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী, দুনিয়ায় মানুষের দানের পুরস্কার পরকালে আল্লাহ মূলত: নেক 'আমল আকারে দিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই দানের সম্পদ হতে হবে হালাল উপায়ে অর্জিত এবং কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে যথাযথ শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায়। দুনিয়াতে কর্মফলের প্রতিদান/তিরস্কার টাকায়/ডলারে, পণ্যে বা অন্য যে কোনো ভাবে হলেও পরকালে হবে নেক 'আমল বা বদ 'আমল আকারে।

রাসূল (সা) হাদীসে উল্লেখ করেন,

ইবন 'উমার থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার যিম্মায় এক দীনার বা এক দিরহাম পরিমাণ ঋণ থাকে (কিয়ামাতের দিন) তার নেক 'আমল দিয়ে তা পরিশোধ করা হবে। কেননা সেখানে কোনো দিনারও থাকবেনা, না দিরহামও।"[২৭] ■

লেখক : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (প্যাথলজি বিভাগ), নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ। প্রকল্প পরিচালক, ডক্টরস ট্রাস্ট কিডনি ডায়ালাইসিস এন্ড ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার, শ্যামল বাংলা রিসোর্ট এন্ড কনভেনশন সেন্টার, তারানগর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

২৫. জামে তিরমিযী, হাদীস-৬৬৪।
২৬. সহীহ আল বুখারী : ৪৯৩৩।
২৭. ইবনে মাজাহ-২৪১৪।

৪৮ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

[শেষাংশ]

রোগীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

রোগীর অন্যতম একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো পরিমিত আহার করা। কেননা, অপরিমিত আহারই হলো অধিকাংশ রোগের উৎস। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

البطنة أصل الداء والحمية رأس الدواء.

"উদরপূর্তি করে আহারই রোগের উৎসমূল, আর সতর্কতা অবলম্বনই রোগের চিকিৎসা।"[১]

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَا مَلَأَ آدَمِيّ وِعَاءً شَرًا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدّ فَاعِلًا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.

"মানুষ পেট থেকে অধিক মন্দ পাত্র কখনও পূর্ণ করেনি। বনি আদমের কয়েক লোকমা যথেষ্ট। যাতে তার কোমর সোজা থাকে। অবশ্য যদি বেশী খাদ্য খেতে হয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য খাবে। এক-তৃতীয়াংশ পান করার জন্য রেখে দিবে এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালি রেখে দিবে।"[২]

রোগ দু'প্রকারের। মূল রোগ, যা শরীরে মূল বৃদ্ধির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি দৈহিক ক্রিয়া কর্মের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রোগই পাওয়া যায় এবং তার কারণ প্রথমে হজমের পূর্বেই অধিক খাওয়া এবং শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে কয়েকগুণ খাদ্য খাওয়া। আর এমন খাদ্য খাওয়া যাতে উপকারিতা কম এবং দেরীতে হজম হয়। সুতরাং যখন মানুষ এ সকল খাদ্য দ্বারা উদর পূর্ণ করতে থাকে এবং ভরা পেট খাওয়ার অভ্যাস বানিয়ে নেয়, তখন তাকে কয়েক প্রকার জটিল ব্যাধিতে ধরে ফেলে। কিন্তু যদি তিনি খাদ্যের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করেন, যা পরিমাণ এবং অবস্থার দিক দিয়ে সমীচীন, তাহলে ভরা পেট খাওয়াতে দেহের জন্য অধিক উপকার সাধিত হয়।

পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে অন্যান্য সদস্যদের অন্যতম একটি দায়িত্ব হচ্ছে,

---

১. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *জামিউল উলূম ওয়াল হুকুম*, (বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩২৬।

২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৫৪।

তার আরোগ্য লাভে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পরিবারের হেলাফেলা ও অবহেলার কারণে শুধু রোগীর উপরই নয় বরং গোটা পরিবারের উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। যা হবে পরিবারের সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্বের লঙ্ঘন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته.

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৩]

ঐক্যবদ্ধ সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা ব্যতীত মানবজীবনের ধারণাই কল্পনাতীত বিষয়। এককভাবে জীবন গঠন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর আদর্শ সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধ জীবনের বিকল্প নেই। এর মাধ্যমেই পরস্পরের হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারে। সমাজের সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয়। তাই তো দেখা যায়, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠনের সদস্য হন এবং সমাজের অসহায় ও পীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা)এর সেই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজও যদি অসহায়-নির্যাতিতদের সহায়তায় ভূমিকা রাখা যায়, রোগীদের সেবায় প্রতিটি সমাজে স্বতন্ত্র্য চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়, তাহলে আমাদের সমাজ হবে আদর্শ সমাজ। সামাজিকভাবে সহমর্মিতা, মানবতাবোধ জাগ্রত করতে পারলেই দেশে শান্তির সুবাতাস বইতে থাকবে। কল্যাণ ও সফলতা ধরা দেবে সবার হাতেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন; যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।"[৪]

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন,

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকবে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোনো একটি বিপদ দূর করে দিবেন।"[৫]

প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। নাগরিকদের এ সব

---

৩. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৯৩।
৪. ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩০।
৫. মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৭৪৩।

মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নাগরিকদের অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মতো চিকিৎসা সেবাকেও সব নাগরিকের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া। পর্যাপ্ত হাসপাতাল, স্বাস্থকেন্দ্র স্থাপন ও ঔষধসামগ্রী প্রস্তুত ও আমদানী করে চিকিৎসা সেবাকে সহজলভ্য করা। সেই সাথে এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ, যোগ্য, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সৎ ও নিষ্ঠাবান ডাক্তার, সেবক-সেবিকা, কর্মচারি ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া। দায়িত্বে অবহেলা করার সাথে সাথে তড়িৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। আন্তরিকতার সাথে নাগরিকদের চিকিৎসা সেবার দায়িত্ব পালন করা হলে সেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন হবে তড়িৎ আর রাষ্ট্রও হবে টেকসই। আর এর দ্বারাই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নেতৃত্বও হবে প্রতিষ্ঠিত। আর তারা হবেন খোদায়ী ঐ ঘোষণার বাস্তব প্রতিচ্ছবি যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ.

"তারা এরাই যাদেরকে আমি দুনিয়ায় রাজত্ব দিলে।"[৬]

আর দেশ ও জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলে জনসেবার বিকল্প নেই। কেননা, নেতৃত্ব কে গ্রহণ করতে পারে? বলা হয়েছে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যক্তি, যে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে। বলা হয়েছে, "জাতির নেতা তিনিই হবেন, যিনি জাতির সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে থাকেন।"

সরকারী বা বেসরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বড় চিকিৎসা কেন্দ্র হোক বা ছোটো ক্লিনিক, প্রাইভেট হোক বা কোম্পানী পরিচালিত। সব চিকিৎসা কেন্দ্রের মূখ্য উদ্দেশ্য হতে হবে মানবসেবা। রোগীদের জন্য তাদের নিয়মিত ব্যবহার হবে খুবই সহনশীল। চিকিৎসার মান হবে উন্নত। ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সহজলভ্য বা বিনামূল্যে প্রদানে থাকবে তাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা। চিকিৎসার নামে রোগীদের গলা কেটে অর্থ উপার্জনের ব্যবসায়িক মানসিকতা পরিহার করে একমাত্র খেদমতে খালকের উদ্দেশ্যে সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া উচিত। রাসূল (সা) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"যে ব্যক্তি মানুষের উপর দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার ওপর দয়া করেন না।"[৭]

ইসলাম তো শুধু মানবতার সেবা ও মানবতার প্রতি দয়ার শিক্ষাই দেয়নি, বরং জীবজন্তু পশু-প্রাণীর ওপর দয়া করার সুমহান শিক্ষাও দিয়েছে। তাই এ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ও পরিচালকেদের এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুলো

---

৬. আল-কুরআন, ২২ : ৪১।

৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং১৯৬৮০।

পরিচালনা করতে হবে। এ জাতীয় মন-মানসিকতাসম্পন্ন ডাক্তার, সেবক-সেবিকা ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। চিকিৎসার পরিবেশ সুন্দর রাখতে হবে এবং চিকিৎসা কেন্দ্র ও তার আশ-পাশের পরিবেশ রাখতে হবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

রোগীর সেবার বিষয়টি বলতে আজকাল মনে করা হয়ে থাকে, আত্মীয়-স্বজনের রোগীর সেবাই এগিয়ে আসা। রোগীর সেবার ক্ষেত্রে এদের কথা বলা হলেও মূলত এ বিষয়টি রোগীর ক্ষেত্রে একেবারেই একটি গৌণ বিষয়। রোগীর সেবকের মূখ্য ভূমিকাই হচ্ছে ডাক্তারের। ডাক্তার যদি রোগীকে যথাসময়ে যথার্থ চিকিৎসা না দিয়ে তার দায়িত্বে অবহেলা করেন, তাহলে এক্ষেত্রে এটি হবে চরম অন্যায়। তাই ডাক্তারকে তার সেবায় হতে হবে একনিষ্ঠ আন্তরিক। রোগীর অবস্থা দেখে তার তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীর সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নাবী (সা)এর আচারণ সম্পর্কে বলেন,

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

"আপনি যদি কর্কশ মেজাজী এবং কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে লোকেরা আপনার আশপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।"[৮]

রোগীকে চিকিৎসা দিতে হবে তার সাধ্যের ভেতর থেকে। ডাক্তারকে রোগীর স্বার্থে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সেবা দিতে হবে। কেননা রাসূল (সা) বলেন,

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ،

"সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিবারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে তাঁর পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে।"[৯]

রোগীদের চিকিৎসা সেবায় মূখ্য ভূমিকা হচ্ছে, সেবক-সেবিকাদের। হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী হলেও তারা শুধু নিজ দায়িত্ব পালনেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না। বরং খিদমতে খালকের নিয়তে যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ভয় করে দায়িত্ব পালন করেন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে রোগীর সেবা করেন, তাহলে এর জন্য আল্লাহর দরবারে প্রতিদান পাবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে অবিচলতা প্রদর্শন করো; আল্লাহর অনুসরণে দৃঢ়চেতা থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করে চলো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[১০]

সুতরাং শুধু দায়িত্ব পালনই নয়; বরং পরোকালের জন্য উপার্জনের একটি সুযোগ হলো

---

৮. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯।

৯. আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল আলী আল-বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৩ হি.), খ. ৯, পৃ. ২১।

১০. আল-কুরআন, ৩ : ২০০।

রোগীর সেবা। এ কাজটি করার সুযোগ তাদেরই হয়, যারা ভাগ্যবান।

অনেক সময় বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার ভক্ত-অনুরক্ত ও সাধারণ মানুষ তাকে দেখার জন্য তার বাড়ি, হাসপাতাল কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এতে রোগীর সেবার পরিবর্তে রোগী পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তাররা সঠিকভাবে রোগীর চিকিৎসা দিতে পারেন না। অতিরিক্ত মানুষের চাপ এবং তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসও অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ ডেকে আনে। এ অবস্থায় যদি রোগীর বাসস্থানে হয়, তাহলে তার পরিবারের লোকজনেরও বিরাট কষ্টের কারণ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহর রাসূল (সা) ঘোষণা করেছেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وِيَدِهِ.

"প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার জবান ও হাতের কষ্ট থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।"[১১]

আর যদি রোগীর অবস্থান হয় হাসপাতাল বা কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে, তাহলে সেখানে মানুষের ভীড়ের কারণে আরো অসংখ্য রোগীর কষ্টে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার ও পরিবেশ দূষণের শঙ্কা তো রয়েছেই। তাই এ সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শুভাকাঙ্ক্ষী ও দর্শনার্থীদের রোগী দেখার জন্য আসা উচিত। রোগীর বাড়ির অবস্থা এবং হাসপাতালের নিয়মনীতি জেনে ও মেনে রোগী দেখা সম্ভব হলেই যাবে। তা না হলে ঘরে বসে রোগীর সুস্থতার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকবে এবং রোগীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হলে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে তা করতে ভুলবে না। অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ –ﷺ–عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ : لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় তার চোখ খোলা ছিল, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। অত:পর তিনি বলেন :

"হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা কর, হিদায়েত প্রাপ্তাদের মধ্যে তার মর্যাদা উঁচু কর। তারপর অবশিষ্টের মাঝে তার উত্তরাধিকার বানাও, হে সমস্ত জগতের রব তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর ও তার জন্য কবরকে আলোকিত করে দাও।"[১২]

---

১১. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪৭৪।

১২. মুসলিম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯২০।

মানুষকে সুস্থ থাকতে হলে তাকে অবশ্যই শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে। সেই সঙ্গে তাকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শরীর ও স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করতে হবে। প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হবে কোনো অসচেতনতার কারণে যেন সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কোনো কারণে মানুষ অসুস্থ হলে আল্লাহ তাকে তার অসুস্থতার কারণে নেকি দান করেন। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে অসুস্থ হলে অবশ্যই তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তা ছাড়া অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সুস্থ থাকাকে ইসলাম অধিক উৎসাহিত করেছে। ইসলামে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কে রয়েছে বিশদ আলোচনা। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও কোনো রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে গেলে এর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার প্রতিও রয়েছে জোরালো তাগিদ। ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ।

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন

ইসরাইলের আগ্রাসন এখন লেবাননে

মীযানুল করীম

ইসরাইল আগ্রাসনের বিস্তৃতি ঘটাতে চায়। এজন্য সে প্রতিবেশী লেবানন, সিরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন ও ইরানে হামলা চালিয়েছে। তেহরান বলেছে, ইসরাইলের পাগলামির রশি টেনে ধরা দরকার। ইসরাইল ও ইরানের হুমকি পাল্টা হুমকিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। উভয়ে উভয়ের চরম পরিণতির কথা বলছে।

৩ অক্টোবরের খবর, ইসরাইলের ইহুদীরা প্রতিবেশী সিরিয়ার উপর হামলা চালিয়েছে। এতে তিনজন নিহত হয়। ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ক্ষুব্ধ হয়ে অনেকগুলো ড্রোন মিসাইল ছুড়ে মেরেছে ইসরাইলের দিকে। এতে ইসরাইলের বেশ ক্ষতি হয়েছে বলে তারা দাবি করছে।

লেবাননে ইসরাইল আগ্রাসন চলছেই। হিজবুল্লাহ বাহিনীর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করেছে তারা। রাজধানী বৈরুতের উপর হামলা চালিয়েছে ও হিজবুল্লাহর ডেপুটি কমান্ডারকে হত্যা করেছে। ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যাতে ইসরাইল সংযত ভূমিকা পালন করে।

ইসরাইলের লাগাতার হামলায় বিপর্যস্ত লেবানন। রাজধানী বৈরুতসহ হিজবুল্লাহর ঘাঁটিগুলোতে বিমান হামলায় মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। যাদের একটি বড় অংশই নারী, শিশু ও বেসামরিক নাগরিক।

ইসরাইল লেবাননে হামলা চালিয়ে কয়েকজন প্যারামেডিকেল ডাক্তারকে হত্যা করেছে। ইসরাইল লেবাননে প্রায় ২০০ শিশুসহ ২০০০ লোককে হত্যা করেছে এটা হচ্ছে ৩রা অক্টোবরের খবর। এরপরে মৃত ও আহতের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ইসরাইলের বোমা হামলায় বৈরুতে ভবনের পর ভবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর গাজায় তো তার আগ্রাসন চলছেই।

দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে ইসরাইল স্থলাভিযান স্থগিত ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসনে ১ লক্ষ আহত ও অর্ধ লক্ষ নিহত হয়েছেন।

ক্রমেই অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে ইসরাইল ও হিজবুল্লাহর সংঘাত। ইসরাইলের লাগাতার হামলায় বিপর্যস্ত লেবানন। রাজধানী বৈরুতসহ হিজবুল্লাহর ঘাঁটিগুলোতে

বিমান হামলায় মারা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। যাদের একটি বড় অংশই নারী, শিশু ও বেসামরিক নাগরিক। হামলা থেকে জীবন বাঁচাতে দেশটির দক্ষিণাঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বহু লেবানিজ।

সংঘাত কমাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানালেও হিজবুল্লাহর স্থাপনায় হামলা অব্যহত রেখেছে ইসরাইল। তেল আবিবের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র। গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত কমাতে দীর্ঘদিন ধরে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে আসছে ওয়াশিংটন। তবে এর পাশাপাশি ইসরাইলের সঙ্গেও নিজেদের সুসম্পর্ক বজায় রেখে আসছে দেশটি। এসব দ্বৈত নীতির কারণে সমালোচনার মুখে পড়লেও ইসরাইলকে নিয়মিতভাবে অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলের হামলায় মধ্যপ্রাচ্য যখন এলোমেলো তখন আবারও দেশটিকে ৮৭০ কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে জানানো হয় ইসরাইলের চলমান সামরিক প্রচেষ্টার সমর্থনে ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। নতুন এই সহায়তা পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও।

এই প্যাকেজের অর্থ দুই ভাগে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে যুদ্ধকালীন অপরিহার্য সব দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ৩৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য দেওয়া হয়েছে ৫২০ কোটি ডলার। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের জটিল ও সংবেদনশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে এই বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পর এক জরুরী বৈঠকে বসেছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১২টি দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিরাসনে কূটনৈতিক তৎপরতার জন্য লেবাননে ২১ দিনের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব দেওয়া হয় সে বৈঠক থেকে। শুরুতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও লেবাননের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেছে ইসরাইলি কর্মকর্তারা। এক বিবৃতিতে এ কথা জানায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বিবৃতিতে সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

নিতানিয়াহু বলেন, "যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। মানুষকে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি তা নিয়ে আমরা মত বিনিময় করছি। সামনের দিনগুলোতে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে।" ইসরাইলের উত্তর সীমান্তের বাসিন্দারা যেন নিজ বাড়িতে নিরাপদে ফিরতে পারেন সে বিষয়ে দুই দেশই বদ্ধপরিকর বলে উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে। এদিকে বৈরুতে ইসরাইলি হামলায়

সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার ড্রোন ইউনিটের প্রধান নিহত হয়েছেন। হিজবুল্লাহ ও ইসরাইলি সেনাবাহিনী দু'পক্ষই এ খবর নিশ্চিত করেছে। হিজবুল্লাহর ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত জনবহুল এলাকায় গোষ্ঠীটির কমান্ডারদের লক্ষ্য করে এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো হামলার ঘটনা ঘটলো।

ফিলিস্তিনের গাজা উড়িয়ে দেওয়ার পর এবার লেবাননের নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল।

এর মধ্যে যোগাযোগ যন্ত্র পেজার ও ওয়াকিটকি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর ভীত নড়িয়ে দেয় ইসরাইল। ওই ঘটনাকে হিজবুল্লাহর উপর বড় ধরনের হামলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছিল।

এরই মধ্যে সমগ্র লেবানন জুড়ে নির্বিকার হামলা শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী। সবচেয়ে বেশি হামলা হয় হিজবুল্লাহ অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলে। হামলার আগে হিজবুল্লাহর অবস্থান থেকে দূরে সরে যেতে বাসিন্দাদের বার্তা দেয় ইসরাইলি বাহিনী।

লেবাননের চালানো ইসরাইলের নির্বিচার হামলাকে কয়েক বছরের সহিংসতার মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী দিন বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর। একই সঙ্গে বেসামরিক লোকজনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র রাভিনা শ্যামদাসনি এক বিবৃতিতে বলেন, "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন একেবারেই স্পষ্ট। একটি সশস্ত্র সংঘাতে সব পক্ষকে অবশ্যই সব সময় বেসামরিক নাগরিক ও যোদ্ধা এবং বেসামরিক স্থাপনা ও সামরিক স্থাপনাকে পৃথক করতে হবে।"

এদিকে নতুন সতর্কবার্তায় হিজবুল্লাহর অবস্থান থেকে কমপক্ষে এক কিলোমিটার দূরে সরে যেতে লেবাননের বাসিন্দাদের নির্দেশ দিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এর আগে ইসরাইলের নির্বিচার হামলার মুখে দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাদের রাজধানী বৈরুত থেকে সরে যেতে দেখা যায়। এ সময় গাড়ির চাপে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

জেনেভা এ জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার মুখপাত্র ম্যাথু সল্টমার্শ বলেন, লেবাননে ইসরাইলের হামলার মধ্যে বেসামরিক নাগরিক নিহতের এই সংখ্যা অগ্রহণযোগ্য। তিনি আরো বলেন, হাজার হাজার মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এই সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়ছে।

লেবাননের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী নাসের ইয়াসিন বলেন, বাস্তুচ্যুত লোকজনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনায় ৮৯টি অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

হিজবুল্লাহর কমপক্ষে ১৬০০টি অবস্থানে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। হামলা থেকে বাদ যায়নি রাজধানী বৈরুতও। এর জবাবে ইসরাইলের দুই শতাধিক রকেট ছোঁড়ার দাবী করেছে হিজবুল্লাহ। পাল্টাপাল্টি এ হামলা ২০০৬ সালের যুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি।

ইসরাইল ও হিজবুল্লাহর পাল্টাপাল্টি হামলার জের ধরে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ইসরাইলের এই অপরাধের জবাবে ইরান নিশ্চুপ থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচাই।

রাশিয়া সতর্ক করে বলেছে, লেবাননে ইসরাইলের হামলা মধ্যপ্রাচ্যকে পুরোপুরি অস্থিতিশীল করার এবং এর সংঘাতকে বিস্তৃত করার আশঙ্কা তৈরি করেছে। এ হামলার ঘটনায় গভীর উদ্যোগ প্রকাশ করেছে ক্রেমলিন।

লেবাননে হামলার নিন্দা জানিয়ে তুরস্ক বলেছে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াসে লেবাননে হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। দেশটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং তাদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে আঙ্কারা।

লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী ও ইসরাইলি বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক হামলা অব্যাহত। দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর প্রায় ৪০০টি অবস্থানে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরাইল। এর জবাবে ১৫০টি রকেট, ক্রুস ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে ইসরাইলে হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। হিজবুল্লাহর রকেট উত্তর ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ শহর হাইফার দিকে কেয়ারিত বিয়ালিক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ হামলার মুখে উত্তর ইসরাইলের কয়েক লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইসরাইলের সামরিক বাহিনী এ কথা জানিয়েছে। হিজবুল্লাহর ছোঁড়া বেশিরভাগ রকেট মাঝ আকাশে ভূ-পতিত করে দেয় ইসরাইলের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তবে কয়েকটি রকেট উত্তর ইসরাইলে আঘাত হানে। এতে একটি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। আহত সাতজনকে চিকিৎসা দেওয়ার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ।

> ইসরাইলি সৈন্যরা বাংকার, বাস্টিং বোমা দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। এগুলো খুব গভীর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এমনকি সুড়ঙ্গেও আঘাত হানতে সক্ষম। এ ধরনের বোমা একটি ভবনকে পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে।

এক বিবৃতিতে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বলেছে, প্রায় ১৫০টি রকেট, ক্রুস ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোঁড়া হয়। তবে খুব কম সংখ্যকই আঘাত হানতে পেরেছে। উল্লেখ করার মতো তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

লেবাননে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইলি বাহিনী। শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে বৈরুত। বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলীতে লেবাননের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে ইসরাইলি সৈন্যরা বাংকার, বাস্টিং বোমা দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। এগুলো খুব গভীর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এমনকি সুড়ঙ্গেও আঘাত হানতে সক্ষম। এ ধরনের বোমা একটি ভবনকে পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে।

বেশিরভাগ হামলার ঘটনা ঘটছে দাহিয়েহ এলাকায়। ইসরাইলি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে হিজবুল্লাহ নেতা হাসেম শাফিউদ্দীনকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এসব হামলা চালানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে পরবর্তী হিজবুল্লাহ প্রধান হতে যাচ্ছেন হাশেম শাফিউদ্দীন। তিনি বর্তমানে হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতা হিসেবে কাজ করছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইসরাইলের তিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য উত্তরসূরী হিসেবে পরিচিত শাফিউদ্দীন দক্ষিণ বৈরুতের একটি উপশহরে একটি বাংকারে ছিলেন। তিনি হামলায় নিহত হয়েছেন কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বর্তমানে হিজবুল্লাহর নির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শাফিউদ্দীন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০১৭ সালে তাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংকটে সামগ্রিক গণহত্যা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। তিনি বলেছেন, ইসরাইলের লাগামহীন কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তার দেশ বহুবার সতর্ক করেছে।

গত ৩ অক্টোবর দোহায় এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় কাতারের আমির বলেন এটি স্পষ্ট যে, (মধ্যপ্রাচ্যে) যা ঘটেছে তা একটি গণহত্যার পাশাপাশি গাজা উপত্যকাকে মানব বসবাসের অযোগ্য অঞ্চলে পরিণত করা। যাতে সেখানকার মানুষদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা যায়।

এ সময় 'ভ্রাতৃত্বপূর্ণ লেবাননের' বিরুদ্ধেও ইসরাইলি বিমান হামলা এবং সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা জানান তিনি। কয়েক সপ্তাহ ধরে লেবাননের রাজধানী বৈরুতসহ বিভিন্ন এলাকায় বর্বরোচিত হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। গাজার মত লেবাননকে এখন আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করছে দখলদাররা। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে অস্থিরতা ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ অমুসলিমদের যাকাতের টাকা বা কুরবানীর গোস্ত দেয়া যাবে কি না?

আবদুর রহমান

ঢাকা।

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান।" (সূরা আত তাওবা, ৯ : ৬০)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবন জাবাল (রা)কে ইয়ামেনে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেন,

"তাদেরকে (ইয়ামেনবাসী মুসলিমদেরকে) তুমি জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলিমদের) প্রতি যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, তাদের বিত্তবানদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের অভাবীদের মাঝে তা বিতরণ করা হবে। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

যাকাত দেয়ার খাত আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর নির্ধারিত খাত ছাড়া অন্য কোনো খাতে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। দিলেও তা আদায় হবে না।

অতএব যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা ছাড়া সাধারণভাবে অমুসলিমদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। বিধায় অমুসলিমদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। দিলেও তা আদায় হবে না।

আর কুরবানীর গোস্ত হলো একটা সাদাকা বা সাধারণ দান। কাজেই প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী অমুসলিমদের সৌজন্য হিসেবে তা দেয়া যেতে পারে। (ফাতাওয়া আল লাজনা আদ দায়িমা, খ-১০, পৃ. ২৯)

প্রশ্ন-২ ঃ অমুসলিমদের কেউ যদি তাদের বাড়ীতে দাওয়াত করে, তাহলে তাদের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া যাবে কি না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

আবদুল্লাহ মিন্টু

মকসেদপুর, গোপালগঞ্জ।

উত্তর ঃ খাবার খাওয়া বা না খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের মৌলিক কথা হলো- খাবার হালাল হওয়া চাই। খাবার যদি হালাল হয়, আয় রোজগারও যদি হালাল পন্থায় হয় তবে তা খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের কোনো বাঁধা থাকে না।

অবশ্য রুচি ও তাকওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। অমুসলিমদের বাড়ীতে তাদের হাড়ী পাতিলে তাদের হাতে রান্না করা খাবার খাওয়ার রুচি সবার নাও থাকতে পারে। আর পরহেযগার মুত্তাকী লোকেরা তো বে-নামাযীর বাড়ীতে ও বে-নামাযীর রান্না করা খাবার খাওয়া থেকেও পরহেয করে থাকেন বা বিরত থাকেন।

প্রশ্ন-৩ ঃ আমার বড় বোন রায়হানা বেগম নিম্নোক্ত ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ৫ লক্ষ টাকার সম্পদ রেখে যান। তার ওয়ারিশগণের কে কত টাকার সম্পদ পাবেন, মাসিক পৃথিবীর মাধ্যমে জানাবেন। ওয়ারিশগণ হলেন- মাতা, স্বামী, ৪ জন সহোদর ভাই, ২ জন সহোদরা বোন, ৩ জন বৈপিত্রেয় ভাই।

মিশিলা মিথিলা
পালবাড়ী,
যশোর।

উত্তর ঃ মৃত রায়হানার রেখে যাওয়া ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তার ওয়ারিশগণ নিম্নোক্ত হারে প্রাপ্য হবেন-

মৃত রায়হানার একাধিক ভাই বোন জীবিত থাকায় মাতা = $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন।

বা ৫,০০,০০০ ÷ $\frac{১}{৬}$ = ৮৩,৩৩৩.৩৩ টাকা।

রায়হানার পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা না থাকায় স্বামী পাবেন $\frac{১}{২}$ অংশ ।

বা ৫,০০,০০০ ÷ $\frac{১}{২}$ = ২,৫০,০০০.০০ টাকা।

৩ জন (একাধিক) বৈপিত্রেয় ভাই পাবেন পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ ।

বা ৫,০০,০০০ ÷ $\frac{১}{৩}$ = ১,৬৬,৬৬৬.৬৭ টাকা।

৪ জন সহোদর ভাই এবং ২ জন সহোদরা বোন ২ ঃ ১ অনুপাতে অবশিষ্টভোগী হবেন।

কিন্তু এখানে দেখা যায় যে, মৃত রায়হানার- মাতা, স্বামী ও ৩ বৈপিত্রেয় ভাইকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়ার পর সম্পত্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ সহোদর ভাই ও বোনরা বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ তারা বৈপিত্রেয় ভাইদের চেয়ে মৃত রায়হানার নিকটাত্মীয়। সুতরাং এখানে বৈপিত্রেয় ভাইদের অংশে সহোদর ভাই ও বোনদেরকে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ ১,৬৬,৬৬৬.৬৭ টাকা ৩ জন বৈপিত্রেয় ভাই, ৪ জন সহোদর ভাই এবং ২ জন সহোদরা বোন মোট ৯ জনের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে সহোদর ভাই ও সহোদর বোনেরা সমান অংশ প্রাপ্য হবেন।

ফলে ৯ জনের প্রত্যেকে পাবে = ১,৬৬,৬৬৬.৬৭ ÷ ৯ = ১৮,৫১৮.৫১ টাকা।

সুতরাং

মাতা পাবেন = ৮৩,৩৩৩.৩৩

স্বামী পাবেন = ২,৫০,০০০.০০

৯ ভাই বোন = ১,৬৬,৬৬৬.৬৭ (৩ বৈপিত্রেয় ভাই, ৪ সহোদর ভাই এবং ২ সহোদরা বোন)

মোট = ৫,০০,০০০.০০

প্রশ্ন-৪ ঃ টয়লেটে অযু করলে অযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলার বিধান কি, জানতে চাই।

সাব্বির রহমান, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।

উত্তর ঃ টয়লেট ইংরেজি শব্দ। এর বাংলা হলো শৌচাগার বা মলত্যাগের জায়গা। টয়লেট সাধারণত: পেশাব, পায়খানা করার জায়গা। এটি মূলত: অযু গোসলের জায়গা নয়। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বাসা-বাড়ীতে ছোট একটি রুম নির্মাণ করে সেখানে পেশাব, পায়খানা, অযু, গোসল, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়। সেখানে অন্যান্য কাজ করা হলেও মল ত্যাগ করার কারণে তাতে দু'আ পড়ার উপযোগী থাকে না। অতএব অযু ও গোসলের জন্য টয়লেটে প্রবেশ করার আগে বিসমিল্লাহ বলা এবং টয়লেট থেকে বের হয়ে বাহিরে এসে অযুর পরের দু'আ পড়তে হয়।

প্রশ্ন-৫ ঃ জুমু'আর সালাতে ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতে কিংবা তাশাহুদ পড়া অবস্থায় কেউ ইমামের সাথে জুমু'আর সালাতে শামিল হলে তিনি কিভাবে বাকী সালাত আদায় করবেন?

লাবিব নাবিল, লোহাগড়া, নড়াইল।

উত্তর ঃ জুমু'আর সালাতে ইমামের প্রথম রাক'আত আদায় করার পর দ্বিতীয় রাক'আতের শুরু, মাঝে কিংবা শেষের দিকে এমনকি ইমামের রুকুতে থাকা অবস্থায়ও ইমামের সাথে জামা'আতে শামিল হলে জুমু'আর দ্বিতীয় রাক'আত পাওয়া হবে। ইমাম দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে বসে তাশাহহুদ, দুরূদ ও দু'আ মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে জুমু'আর সালাত শেষ করবেন। মাসবুক[১] ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর শুরুতে বাদ পড়া রাক'আত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন এবং সানা না পড়ে থাকলে সানা এবং আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতিহা পড়বেন এবং তার সাথে অন্য একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত মিলিয়ে রুকু' সাজদা করবেন, অত:পর বসে তাশাহুদ, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবেন।

হাদীছে এসেছে,

ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমু'আর সালাত এক রাক'আত পেয়েছে (সে জুমু'আর সালাত পেয়েছে) সে যেন তার সাথে আর এক রাক'আত যোগ করে। এতে তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো। (নাসাঈ, ইবন মাজাহ ও দারুকুতনী)

১. মাসবূক বলা হয়, যে মুসল্লী বা মুক্তাদী ইমামের সাথে এক বা ততোধিক রাক'আত পায়নি।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
যে ব্যক্তি (জামা'আতের সাথে) এক রাক'আত সালাত পায় সে পুরো সালাত পেলো। (সকল সহীহ হাদীছগ্রন্থ)

এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো- ইমামমের জুমু'আর সালাতের দু'রাক'আত আদায়ের পর ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে অর্থাৎ ইমামের তাশাহুদ, দুরূদ কিংবা দু'আ মাসূরা পাঠ করার সময় যে মুক্তাদী ইমামের সাথে জুমু'আর সালাতে শামিল হলেন তার সালাত আদায়ের বিষয় নিয়ে। এক্ষেত্রে দু'টি নিয়ম বা দু'টি মত রয়েছে।

প্রথম নিয়ম বা প্রথম মত : যে মুক্তাদী বা মুসল্লী ইমামের সাথে জুমু'আর সালাতের তাশাহুদে শামিল হবেন তিনি ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে নীরবে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যাবেন। এরপর প্রথমে সানা পাঠ করবেন, তারপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে যথারীতি জুমু'আর দু'রাক'আত সালাত আদায় করে বসে তাশাহুদ, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবেন। (এ মতটি হানাফী মাযহাবের অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত।)

দ্বিতীয় নিয়ম বা দ্বিতীয় মত : ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর শুরুতেই উক্ত মুক্তাদী আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে জোহরের চার রাক'আত ফরয সালাত আদায় করবেন।

ইবন মাস'উদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমু'আর সালাত এক রাক'আত পেয়েছে সে যেন আরো এক রাক'আত পড়ে নেয়। আর যার দু'রাক'আতই ছুটে যায় সে যেন (যোহরের সালাত) চার রাক'আত আদায় করে নেয়। হাদীছটি তাবারানী হাসান হাদীছ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবন উমার (রা) বলেন, তুমি যখন জুমু'আর সালাত এক রাক'আত পাও তখন আরেক রাক'আত পড়ে নাও। আর যদি বৈঠকরত অবস্থায় জামা'আত পাও তাহলে চার রাক'আত পড়ো।

অতএব অধিকাংশ আলেমের মত হলো, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে শেষ রাক'আতের রুকুর পরে শামিল হয় সে জুমু'আ থেকে বঞ্চিত হয়। বিধায় তার চার রাক'আত জোহর পড়তে হবে। এ মতটি ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) এর। (ইমাম ইবনু কুদামা আল মুগনী, খ. ৩, পৃ. ২৪)

প্রশ্ন-৬ ঃ মৃত আব্দুর রহমানের এক ছেলে ও দুই মেয়ে। তিনি নগদ তিন লক্ষ টাকা রেখে মারা যান। তার কিছু ঋণ আছে। তার অন্য কোনো সহায় সম্পদ নেই। মৃত আব্দুর রহমানের রেখে যাওয়া টাকা কিভাবে বন্টন হবে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

জিয়াউর রহমান, নড়াইল সদর।

উত্তর ঃ মৃত আব্দুর রহমানের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করতে

হবে। অত:পর যদি তিনি কোনো অসিয়ত করে যান তা পূরণ করতে হবে। সর্বশেষ তার কাফন-দাফনের খরচ মেটাতে হবে। এরপর যদি সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা চার ভাগ করতে হবে। কারণ মৃতের ছেলে ও মেয়ে উভয় শ্রেণি জীবিত থাকলে প্রত্যেক ছেলে পাবে প্রত্যেক মেয়ের দ্বিগুণ। সুতরাং উক্ত চার ভাগের দুই ভাগ এক ছেলে এবং দুই ভাগ দুই মেয়েকে দিতে হবে।

প্রশ্ন-৭ ঃ সালাতে সূরা কিরাত মুখে উচ্চারণ না করে শুধু মনে মনে পড়লেই কি চলবে? নাকি মুখেও উচ্চারণ করতে হবে?

এস এম জহির উদ্দীন, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর ঃ সালাতে সূরা-কিরা'আত পড়া বা তিলাওয়াত করা ফরয। আর পড়া বলা হয়- মুখে সূরা-কিরা'আতের শব্দ উচ্চারণ করাকে। যাতে ঠোঁট, জিহ্বা ও মুখ তিনটাই একই সাথে কাজ করে। মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়ার কল্পনা করলে তাতে পড়া হয় না এবং তাকে তিলাওয়াতও বলা হয় না। অথচ সালাতে কুরআন থেকে পড়া বা তিলাওয়াত করা ফরয করা হয়েছে। ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

প্রকাশিত হলো-

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা

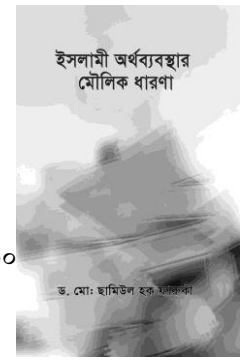

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www. dhakabic.com,

E-mail : dhakabic@gmail.com